তুমি ডাক দিয়েছ

শ্রীঅভয় ভট্টাচার্য

"তুমি ডাক দিয়েছ"

তুমি সর্বস্ব।
তোমার করুণায়—তুমি গুরু।
তোমার চরণ কমলে আমি
বার বার প্রণাম করি।

শ্রীঅভয় ভট্টাচার্য

প্রথম প্রকাশ :

পৌষ পূর্ণিমা

১৩৮৭, ১৯৮১

প্রকাশিকা :

পুষ্পদেবী

কীর্তন কুটীর

বাঘাযতীন বাজার

কলিকাতা-৩২

মুদ্রাকর :

শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড

(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিচালনাধীন)

৩২ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড

কলিকাতা-৭০০ ০০৯

মূল্য : দশ টাকা

প্রীতির সহিত
শ্রীশৈলেনদাকে —
শ্রীঅভয়
১৭.২.১৯৮৯
বারাণসী।

এ গানের বই তাঁকেই উৎসর্গ করা হ'ল—
যিনি প্রেরণা দিয়েছেন।
তাঁকে আমার প্রণতি।

—শ্রীঅভয়

॥ ভূমিকা ॥

ডঃ শ্রীগোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়
এম. এ., পি. এইচ. ডি., সাংখ্যতীর্থ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

ঝুলন পূর্ণিমা ১৩৮৩

ওঁ

যেখানেই প্রাণের ছোঁয়াচ লাগে সেখানেই ফুটে ওঠে ছন্দ। মানুষ গেয়ে ওঠে গান। এমনিভাবেই একদিন ভারতবর্ষে জেগে উঠেছিল 'প্রথম সামরব সব তপোবনে'। যা'র থেকে জন্ম নিয়েছিল ঋগ্বেদের মন্ত্রমালা। মননশীল অনেক মানুষের কাছে তা' মনে হ'য়েছে 'চাষার গান'। কথাটা এক হিসাবে খুবই সুপ্রযুক্ত—মনের চিন্তা, বুদ্ধির বিচার থেকে এর উদ্ভব নয়, এর জন্ম স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণের আবেগ থেকে, হৃদয়ের প্রদীপ্ত অনুভব থেকে। চাষা থাকে 'মাটির কাছাকাছি', 'মানব জমিনে' ফসল ফলাবার তাগিদ থাকে তা'রই প্রাণের মাঝখানে। ভারতবর্ষে আবহমান কাল ধরে' এমনিভাবে বৈদিক যুগ থেকে উৎসারিত হ'য়ে এসেছে কত না মরমিয়া মানুষের গান, কত না ছন্দোবন্ধে রচিত পদাবলী। আজও যে সে-ধারা অব্যাহত, তা'র প্রমাণ এই অভিনব গীতমালিকা।

এটি গেঁথেছেন রাতের গহন অন্ধকারে নীরবে নিভৃতে মরমিয়া এক সাধক-কবি, অভয়জী বলে' যিনি সকলের কাছে পরিচিত। 'অভয় বলে যেন তোমায় প্রাণের মাঝে পাই'— এইটিই তাঁর মূল আকূতি। তিনি যে তা' পেয়েছেন তা'র পরিচয় প্রতিটি গানের ছত্রে ছত্রে। কথার পরে কথা গেঁথে, খুঁজে খুঁজে মিল বা'র ক'রে শব্দ চয়ন ক'রে কবিতা বা গান লেখা এক জিনিস, আর প্রাণের প্রেরণায় শব্দের ও ছন্দের স্বতঃ প্রবাহিত নির্ঝরে গান ফুটে ওঠা আর এক জিনিস। অভয়জীর গানে সেই 'ত্র্যম্বক মৌলিমালা'র পাবনী ধারা এবং তা'তে অবগাহন করা মাত্রই মন-প্রাণ জুড়িয়ে যায়, হৃদয় স্নিগ্ধ হয়।

ধারাটি তাঁর সহজের ধারা, সেই 'সহজিয়া' 'বাউলে'র সরল স্নিগ্ধ ধারা। 'সকল ছেড়ে সহজ হ'য়ে আপন গানটি গা'ব'— এই তাঁর সাধু সংকল্প। 'আমারে সহজ ক'রে দে, আমারে সহজ ক'রে নে'—এই তাঁর একান্ত আবেদন। এই উপলব্ধি তাঁর জেগেছে—

তোর কাছেতে সহজ হয়ে যতদিন না যাব মা গো!
ততদিন তুই আমার দ্বারে হানবি আঘাত জাগো জাগো।

এই উপলব্ধির সূত্রেই অভয়জীর সত্তায় শিশুভাবের বিকাশ এবং তাঁর জীবন-দেবতা রূপে দেখা দিয়েছেন 'মা'। এই মা'কে লক্ষ করেই তাঁর বেশীর ভাগ গানগুলি ঝঙ্কৃত ও নিবেদিত, কারণ 'সহজ' হ'বার এমন সুগম সাধন আর নেই।

তিনি উপলব্ধি করেছেন—

মা যে আমার সব বন্ধু
মা যে আমার সব।

* * * *

মা যে আমার সুখ-দুঃখ,
মা যে আমার স্থূল-সূক্ষ্ম
অভয় বলে, মা-ই জরা
যৌবন শৈশব।

তাই-তাঁর চিরন্তনী প্রতীক্ষা মায়েরি তরে'—

এই যে আমি ব'সে আছি
তোর তরে মা ! তোরি তরে।

* * * *

অভয় বলে, কোলটি মায়ের
সকল ভয় ও দুঃখ হরে।

কিন্তু সর্বত্র যে তিনি মা'কেই মূল রূপে ধরেছেন বা চিনেছেন তা' নয়, সেই 'কালো ছেলেটি'ও মাঝে মাঝে উঁকি দিয়েছেন তাঁর হৃদয়াকাশে। তখন তিনি গেয়ে উঠেছেন—

কিসের তরে ছোটাছুটি,
ভুল রে সবই ভুল।
তাকা কালো ছেলের পানে—
সেই তো হ'ল মূল।

* * * *

কালো ছেলের করলে ভজন
মনের কালো যায়।
অভয় বলে, প্রণাম তাহার
দুইটি রাঙা পায়।

অভয়জীর গানের সুরে তাই নানা রাগিণী বেজে উঠেছে। কত না বিচিত্র ছন্দে, ভাবে, আনন্দ-আন্দোলনে কেঁপে কেঁপে উঠেছে তাঁর কবি-হৃদয়ের অতন্ত্রী বীণাখানি। মুগ্ধ হ'য়ে যেতে হয় পর্বের পর পর্বে তাঁর আত্ম-বিকাশের অভিনব প্রকাশ-ভঙ্গী দেখে। কোথাও ত্রিভুবন 'তুমিময়' দেখে উল্লসিত তাঁর কবি-চিত্ত গেয়ে উঠেছে—

তুমি তুমি তুমি সবটাই তুমি
এ কথাটা রাখি প্রাণে
তোমা হ'তে আমি তোমারি সাথেতে
চলিব তোমারি পানে।

আবার কোথাও অদ্বৈত উপলব্ধিতে তিনি 'আমি'র মধ্যেই সব কিছুকে খুঁজে পেয়েছেন, তাই গেয়ে উঠেছেন—

আমার মাঝেই থাকব আমি
মহারাজার মত—

* * * *

দেখব চেয়ে আমি ছাড়া
অন্য কিছুই নাই।

এই অদ্বৈত উপলব্ধিই তাঁকে জানিয়ে দিয়েছে যে খাঁচায় আবদ্ধ জীব, এই পাখী অনায়াসেই অসীম নীল নভোমণ্ডলে বিহার করতে পারে যদি সে একটু চোখ মেলে চায়। তা' হ'লেই সে দেখতে পাবে আসলে খাঁচার অস্তিত্বই নেই—

আর কত কাল রইবি পাখি
খাঁচার কারাগারে ?

* * * *

যদি বলিস্ অবোধ পাখি
কেমন ক'রে যাই ?
আঁখি মেলে দেখ্ না পাখি
নাই রে খাঁচা নাই।

গানগুলি পড়তে পড়তে আমরাও যেন ক্ষণের তরে খাঁচার বাইরে চ'লে যাই। অভয়জীর গানের পাখায় ভর ক'রে মুক্তির এই ক্ষণিক আস্বাদই আমাদের পরম পুরস্কার। তাই প্রণাম জানাই তাঁর মধ্য দিয়ে গেয়ে উঠেছেন যিনি, সেই 'কবিং পুরাণম্' কে—এই অমৃতের অংশীদার হ'বার দুর্লভ সুযোগ তিনি দিয়েছেন বলে'।

শ্রীগোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়

॥ অভিমত ॥

ব্রহ্মচারী শিশিরকুমার
সম্পাদক : শ্রীসুদর্শন   ২৫.২.১৯৭৭

ওঁ হরিঃ

স্মৃষ্টির দুই রূপ। অন্তর ও বাহির। স্রষ্টা নিজেকেই দৃশ্যমান সৃষ্টিতে বহুরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। অতএব অন্তর ও বাহির উভয়রূপেই তিনি। তিনি অন্তরে, তিনি বাহিরে। এই উভয়রূপে যুগপৎ দর্শনই স্বরূপদর্শন। স্বরূপদর্শন আনন্দেরই অনুভূতি। শ্রুতি তাহাই বলিয়াছেন, "আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তীতি"। আনন্দ হইতেই এই ভূতবর্গজাত। আনন্দেই স্থিত। অবশেষে আনন্দেই বিলীন হইয়া থাকে।

কবিতা বা গান যদি হয় এই স্বরূপ অনুভূতিরই প্রকাশন, তবেই তাহা সার্থক। এই স্বরূপ অনুভূতি সাধন সাপেক্ষ্য। তাই অনুভূতিশীল সাধকই যথার্থ গান রচয়িতা হইতে পারেন। আলোচ্য গ্রন্থের রচয়িতা অভয়জী তেমনই একজন সাধক। এই গানগুলি তাঁহার স্বরূপ অনুভূতিরই অপূর্ব রূপায়ন। আমরা এই গানগুলি পাঠে অভয়জীর অনুভূতির মধুর আস্বাদন লাভে তৃপ্ত হইয়াছি এবং

এমন কথা আমরা নিঃসন্দেহেই বলিতে চাহি যে মরমীয়া পাঠক এই গানগুলি পাঠ করিয়া আমাদের সঙ্গে একমত অবশ্যই হইবেন।

আজ যেখানে বাহিরের কোলাহলই জীবন-সর্বস্ব হইয়া দাঁড়াইয়াছে, যাহার ফলে গৃহ, সমাজ, রাষ্ট্র সর্বত্রই অশান্তির অনল দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে, এই গ্রন্থ পাঠে সেখানে শান্তির অমৃতবারি সিঞ্চিত হইবে বলিয়া আমরা মনে করি।

অতএব গ্রন্থের বহুল প্রচার মানব জীবনের উজ্জীবনের সহায়তা করিবে বলিয়া আমরা এই গ্রন্থপাঠে সুধী পাঠকবৃন্দকে সাদর আহ্বান জানাইতেছি।

ব্রহ্মচারী শিশিরকুমার

'সন্ত আশ্রম'
কল্যাণী

॥ বক্তব্য ॥

শ্রীগঙ্গাদেবী
পঞ্চতীর্থ, বেদান্তসরস্বতী ১৪.৬.১৯৭৭

ওঁ হরিঃ
শ্রীশ্রীরাধা সর্বেশ্বরৌ জয়তঃ

আমার পরম স্নেহাস্পদ অনুজকল্প আজন্ম আত্মানুসন্ধানরত সাধক অভয় ভাই তাহার স্বতঃস্ফূর্ত সঙ্গীত সকল প্রায় প্রতিদিন আসিয়া আনন্দ ও আগ্রহ সহকারে আমাকে শুনাইত। আমিও তাহার সেই স্বয়ংপ্রকাশ এবং নিত্য নব নব ভাবে অনুরঞ্জিত ছন্দোময়ী বাণী শ্রবণে প্রভূত আনন্দ পাইয়াছি। এই সকল সঙ্গীত ত কল্পনাপ্রসূত, চিন্তাপ্রসূত, ছন্দের মিলন মাত্র নহে, এই সকল সঙ্গীতে অন্তরের আকুলতা—অন্তরের সকাতর প্রার্থনা ছন্দোময়ী হইয়া স্বয়ং প্রকাশ হইয়াছে। সাধনার পথে চলিতে চলিতে এমন একটা স্থান প্রকাশ পায় যে স্থানে বাণী নিত্য ছন্দোময়ী। আসলে বাণীর স্বরূপই যে ছন্দোময়ী। বাণী তো সেই পরমপুরুষেরই এক বিশেষ প্রকাশ। সেই পরমপুরুষ যে 'কবির্মনীষী'। বাণী তাঁহারই মূর্ত শক্তি, সুতরাং কবিতা। এই কারণেই অভয়জীর

সঙ্গীতের এমন নব নব রূপায়ন; তাঁহার সঙ্গীত এমন মর্মস্পর্শী; এমন সুন্দর। এই সঙ্গীতে সেই চিরসুন্দরই যে প্রকাশিত।

সাধক ভক্তগণ এই সঙ্গীতে তাঁহাদের নিজের পাথেয় পাইবেন। এই সকল সঙ্গীত যে সাধকের যাত্রাপথের দিক্-দর্শনকারী। ইহা তো ভাবোচ্ছ্বাস মাত্র নহে। সুতরাং এই সঙ্গীতের বহুল প্রচার কল্যাণকর বলিয়া মনে করি। শিবমস্তু।

শ্রীশ্রী ১০৮ অন্নদাদেবী মাতৃ আশ্রম
বি ৩/১৮৯ শিবালা, বারাণসী

—শ্রীগঙ্গাদেবী

॥ আমার নিবেদন ॥

অল্প বয়স থেকেই আমি গান বা কবিতা লিখেছি। ছেলেবেলা থেকে অনেক দিন কেটেছে আমার ক'লকাতায়। বাড়ী থেকে দুবার পালিয়েছিলাম সাধু হবার জন্য। তখন আমার বয়স বছর ষোলো। সেই সময়ে বা তার কাছাকাছি কোনো সময়ে, আমি একটি কবিতা লিখেছিলাম—

এ জগতে হায় দেখি—
সব ঝুটা সব মেকী,
সত্য চাপা মিথ্যার পিছনে।
খুঁজিয়া লইতে তারে হবে প্রাণপণে॥

বলা বাহুল্য, কবিতাটি সেই সময়ের ভাব দিয়ে লেখা। পরে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন গান বা কবিতা এসেছে। কিন্তু ১৯৭৫ সালের প্রথমেই এল বড় রকমের একটা স্রোত। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস অনেক গান রচনা হ'ল। রাত্রিতেই

বেশী রচনা হ'ত। অনেক গানই শ্রদ্ধেয় মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়কে শোনানো হয়েছে। গেয়ে অথবা প'ড়ে। তিনি আনন্দিত হতেন। তাঁকে যে সব গান শুনিয়েছি তাতে আমার পুরানো গান ও থাকত। গান শুনে কখনো উচ্ছ্বাসও প্রকাশ করেছেন। কখনো বা এমন মন্তব্য প্রকাশ করেছেন—যা আমার অত্যন্ত আনন্দের বিষয় হয়েছে।

১৯৭৫ সালে যে সব গান লেখা হয়েছে তার থেকে কিছু গান বেছে নিয়ে বর্তমান গ্রন্থে প্রকাশিত করা হচ্ছে। কোনটা কোন সময়ের রচনা, গানের শেষে তার উল্লেখ করেছি। এই গান গুলি সমস্তই বারাণসীতে শ্রীশ্রীআনন্দময়ী আশ্রমের অতিথি ভবনে রচিত হয়েছে। এই বাড়ীতেই আমি গত কয়েক বৎসর যাবত শ্রীআনন্দময়ী মায়ের স্নেহচ্ছায়ায় বাস ক'রে আসছি।

পূর্বেই বলেছি, একটা বড় স্রোত এসেছিল। দেনেওয়ালা দিয়েছেন আমি লিখেছি। আমি রচনা করেছি এও বলা যায়, আমি রচনা করিনি এও বলা যায়। তবে এটুকু জানি, সাধারণ চেতনার স্তর থেকে এগুলো লেখা নয়। আবার গানগুলোর রচনায় যে চেতনা বা অন্তর্বৃত্তি কাজ করেছে তারও রকমফের আছে। সবগুলো এক বা এক ধরণের জায়গা থেকে লেখা নয়।

যে-সত্য আমাকে জিনিসগুলো দিয়েছেন—যিনি সকল কিছুরই নিয়ামক—তিনিই এগুলোকে যথাযোগ্য স্থানে পৌঁছে দেবেন। তিনিই জানেন।

১৯৭৫ সালের প্রথম থেকে—আন্দাজ ১৯৭৬ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত আমার জীবনে যে ভঙ্গীতে স্রোতটা বইছিল, পরে স্রোতের সেই ভঙ্গীর কিঞ্চিৎ পরিবর্তন হয়েছে। বলার আছে আমার কিছু। আমার গানে, আমার কবিতায় সেই সব কথাই। বলা কাকে? বলা তাঁকে। মানুষরূপেও সেই তিনি, বলা মানুষের কাছেও। সেই একজনেরই পূজার প্রচেষ্টা।

একটা কথা না ব'লে পারছি না। আমার সমস্ত গানের সমস্ত কথা সেই একজনকে লক্ষ্য ক'রে, সেই একজনের সম্বন্ধে। তাঁকেই কখনো বলেছি মা, কখনো কৃষ্ণ, কখনো কিছু। উপনিষদে যাঁর কথা বিচিত্র ভাষায় বিচিত্র ছাঁদে বলা হয়েছে, যাঁর কথা বহুস্থানে বহুজন বহুভাবে বিবৃত করেছেন—যাঁর পার-কূল কেউ কখনো পায়নি—কারুর পাওয়া সম্ভব নয়, আমি তাঁরই কথা বলেছি বা তাঁকেই বলেছি। বহু রকমে বলেছি সেই আশ্চর্য একেরই কথা বা এককেই কথা।

তাঁর কথা যতভাবেই বলা হোক না কেন, কথা কখনো ফুরিয়ে যায় না। যে কোনো নামে, যে কোন ধারায় তাঁর কীর্তন হোক না কেন—সেই তাঁরই কথা, সেই তাঁরই কথা।

সমস্ত জিনিসটা যাঁর ইচ্ছা—যাঁর খেলা, তাঁকে বন্দনা জানিয়ে আমার এই নিবেদন শেষ করলাম।

ঋণ যে কত, কতজনার কাছে—
শুধতে নারি, যায় ফুরিয়ে দিন।
অভয় বলে, ওরে আমার আপন,
তোর কাছে মোর নাইকো কোন ঋণ॥

—শ্রীঅভয় ভট্টাচার্য

১৫ জুলাই, ১৯৭৬
বারাণসী

॥ প্রকাশকের নিবেদন ॥

আমার পরমারাধ্য গুরুদেব শ্রীশ্রীঠাকুর অভয়জীর শিশুকাল থেকেই সঙ্গীতের দিকে বিশেষ আকর্ষণ। সুর ও ছন্দ জীবনের প্রথম অবস্থা থেকেই তাঁর অন্তরকে নাড়া দিতে থাকে। তিনি বলতেন—"ছোটবেলায় আমার মনে একটা ছবি ভেসে উঠত—হিমালয়ের পাদদেশে এক কুটিরে তানপুরা নিয়ে মগ্ন আমি।"

দেখেছি সঙ্গীত তাঁকে টেনে নিয়ে যেত ঊর্ধ্ব জগতে, ভুলিয়ে দিত বাহ্য জগৎ। উত্তর জীবনে তাঁর ভিতরে অবিশ্রান্ত ভাবে সৃষ্টি হতে থাকে ভক্তিমূলক সঙ্গীত। দিনের পর দিন সঙ্গীত রচনা আজও চলছে ঠাকুর অভয়জীর। বাহ্য জগতের সকল যোগাযোগ বন্ধ করলেও ভিতরে চলছে তাঁর প্রবল সাধনা। ঝরণাধারার মত সৃষ্টি হয়ে চলেছে জগতের জন্য অমূল্য সম্পদ—ভক্তিমূলক সঙ্গীত—যে-সঙ্গীতের মাঝে জীবন খুঁজে পাবে পরম সত্যকে, চিরন্তন সত্যকে।

মানুষের জীবন অন্তরে অন্তরে যা আকাঙ্ক্ষা করে, ঠাকুর অভয়জীর গানে, কবিতায় ও কথায় তারই সংবাদ।

যারা তাঁর পদপ্রান্তে এসে শীতল ছায়া উপভোগ ক'রে শান্ত হয়েছে তারা খুঁজে পেয়েছে তাঁর কথা ও গানের মধ্যে প্রাচীন ঋষিদের উপলব্ধ সত্যকে।

ইদানিং ঠাকুর অভয়জীর রচিত সঙ্গীত জনসমাজে বহুল ভাবে প্রচারের জন্য অনেকেই বিশেষ ভাবে আগ্রহী।

এখানে উল্লেখ্য যে, প্রখ্যাত সাহিত্যিক স্বর্গীয় অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত তাঁর রচিত সঙ্গীত সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন,— শ্রীঅভয়জীর রচিত সঙ্গীতগুলিতে অতি গভীর তত্ত্ব এমন সহজ সরল ভাবে প্রকাশিত যা অন্য কারো রচনায় বড় একটা দেখা যায় না। "আমি বিশেষ ভাবে বলছি, এই সঙ্গীত জনকল্যাণের জন্য আরও প্রবলভাবে প্রচারিত হওয়া প্রয়োজন। তোমরা এই অমূল্য সঙ্গীতকে ঘরে বন্ধ ক'রে রেখো না।"

প্রখ্যাত নাট্যসম্রাট স্বর্গীয় ব্রজেন্দ্রকুমার দে তাঁর সঙ্গীত সম্বন্ধে বলেছেন—"শ্রীঅভয়জীর রচিত গানের অর্থ যেন এক একটা কোহিনূর।"

ইহা ব্যতীত বহু ভক্তজনের একান্ত আগ্রহে ও অনুরোধে আমরা ঠাকুর অভয়জীর রচিত সঙ্গীতগুলি প্রকাশ করতে অনুপ্রাণিত হয়েছি।

ঠাকুর অভয়জী বর্তমানে মৌনব্রত অবলম্বন ক'রে দীর্ঘকাল যাবৎ বারাণসী ধামের পুণ্য সলিল তীরে নির্জনে আত্মচিন্তায় নিমগ্ন। ত্রিতাপদগ্ধ শান্তিপথহারা মানবগণের পথ প্রদর্শনের জন্যই চলছে তাঁর দীর্ঘকাল যাবৎ এই কঠোর সাধনা।

শ্রীভগবানের ইচ্ছায় তাঁর রচিত সঙ্গীতগুলির কিছু 'তুমি ডাক দিয়েছ' বইতে প্রকাশ করা হ'লো।

অধ্যাপক ডক্টর গোবিন্দ গোপাল মুখোপাধ্যায় এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখেছেন। আমাদের সকলের প্রণম্য ঋষিতুল্য ব্রহ্মচারী শিশিরকুমার প্রকাশ করেছেন তাঁর 'অভিমত' এবং পঞ্চতীর্থ বেদান্ত সরস্বতী মাতা গঙ্গাদেবী লিখেছেন 'বক্তব্য'

গ্রন্থটির সম্বন্ধে। আমরা তাঁদের প্রতি প্রকাশ করি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

'তুমি ডাক দিয়েছ' বইটি প্রকাশনের ব্যাপারে অনেকেই নানা ভাবে আমাদের সাহায্য করেছেন। তাঁদের প্রত্যেককেই আমাদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। এই গ্রন্থখানি যাতে ঘরে ঘরে মানুষের মাঝে পৌঁছয় তার জন্য সচেষ্ট হতে ধর্মপিপাসু পাঠকবর্গের নিকট আমাদের সর্নিবন্ধ অনুরোধ জানাচ্ছি।

পুষ্পদেবী
কীর্তন কুটির,
কলিকাতা
২৫. ৯. ১৯৭৮

সূচীপত্র

[গানের প্রথম ছন্দের বর্ণানুক্রমিক সূচী ।]

১

মাগো শোনাও তোমার গান।
আমার জীবন মাঝে ঝঙ্কারিয়া
উঠুক তোমার তান॥

তোমারি গান শোনার তরে
মাগো আমার এ অন্তরে
চেয়ে দেখ কাঁদছে কি না
ব্যাকুল আমার প্রাণ॥

তোমার গানে থাকবে হাসি,
থাকবে তোমার কাঁদন।
তোমার গানে থাকবে মুক্তি,
থাকবে তোমার বাঁধন।
থাকবে তোমার সাধ্য সাধন,
থাকবে অভিমান॥

তোমার গানে থাকবে দোলা,
থাকবে গো ভাব আপন-ভোলা।
অভয় বলে, থাকবে তাতে
থাকবে আমার ত্রাণ॥

রাত্রি আড়াইটার মত
৫ জানুয়ারী, ১৯৭৫

২

এই ছুনিয়া আর কিছু নয়
তোমারি এক গান
বন্ধু, তোমারি এক গান।
তুমি বন্ধু, ছড়িয়ে দিলে
আপনারি প্রাণ॥

লতায় পাতায় ফলে ফুলে
তোমারি ভাব উঠল ছলে।
এই সারা বিশ্বে নাইকো কিছু,
নাইকো কিছু আন॥

ওগো গুণী, গানের রসে
বিভোর আপনি।
সারাখানে কাঁপছে তব
গানের কাঁপনি।

ওগো বন্ধু, শুধায় অভয়,
এখনো কি হয় নি সময়—
ও সেই তোমারি সঙ্গীতে তাহার
করতে যোগদান॥

রাত্রি
৮ জানুয়ারী, ১৯৭৫

৩

তুমি মর্মে ব'সে আমায় চালাও—
এই মিনতি তোমায় করি।
আমার এ জীবনের মালিক তুমি—
সত্যামৃত ঠাকুর হরি॥

এই-না আমার জীবন-দেশে
আছ তুমি কতই বেশে।
এক নিমেষের তরে তুমি
যাও না সরি', যাও না সরি'॥

আমার বাঁচন মরণ তোমার
হাতের পরশ পাক্।
ধন্য হয়ে যাক্ গো ঠাকুর,
ধন্য হয়ে যাক্।

তোমার বোধের জাগরণে
রঙ ধ'রে যাক্ আমার মনে।
অভয় বলে, হে অপরূপ,
কেবল যেন তোমায় স্মরি॥

রাত্রি দুটো-তিনটে
৯ জানুয়ারী, ১৯৭৫

৪

তোরা দেখে নে এই বেলা।
ভুবন ভ'রে চলছে যে ওই
পাগলী মায়ের খেলা ॥

হাসি ওঠে ঝলমলিয়ে,
কান্না আবার ঝরে।
নিত্যি নতুন আলো আঁধার
ঝিকিমিকি করে।
অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে
পাগলা গুরুর চেলা ॥

সুখে দুখে মায়ের সাগর
ঢেউ খেলিয়ে যায়।
নতুন হয়ে জাগে আবার
আপনা হারায়।

মায়ের খেলা দেখলে পরে
জীবন ভরে, জীবন ভরে।
অভয় বলে, খুলতে আঁখি
করিসনেকো হেলা ॥

১০ জানুয়ারী, ১৯৭৫

৫

আমায়   তোর আলোতে তোর ভালোতে,
তোর কোলেতে টেনে নে মা।
ও তোর   সহজ স্বরূপখানি আমায়
বুঝিয়ে দে মা, বুঝিয়ে দে মা ॥

তুই যে আমার কত আপন—
রাখিস্ নে আর এটি গোপন্।
ও তোর   পাগল করা ভালবাসায়
ভাসিয়ে দে রে এইবারে মা ॥

ছোট হয়ে অল্প মাঝে
আর কত কাল আমার যাবে।
মোর চেতনা আমার মাঝে
ও মা তোরে কবে পাবে।

আলোর মাঝে আমি আলো—
এই কথাটা কে ভুলালো।
এ দীন   অভয় বলে, সহজ সত্য
হোক না সত্য মোর কাছে মা ॥

১২ জানুয়ারী, ১৯৭৫

৬

এখনো মা হয় নি আমার
একটিবারও প্রণাম করা।
আপন গুণে আপনি এস,
এসো গো মা দুঃখহরা॥

আমার আছে ত্রুটি, আছে ফাঁকি।
তবু আমি তোমায় ডাকি।
জননী গো, ডাকটি আমার
ক'রে তোলো সত্যভরা॥

আমার অন্ধকারের খবর
ভালই তোমার আছে জানা।
তোমার আলো দিয়ে আমার
আলো কর জীবনখানা।

এবার ওগো পরমরতন,
ধন্য কর আমার জীবন।
অভয় বলে, ধরা নাহি
দিলে তোমায় যায় কি ধরা॥

গভীর রাত্রি
১৩ জানুয়ারী, ১৯৭৫

৭

গাছের ফলটি পাড়িতে পারি না—
হাত বাড়ায়েছি চাঁদে।
সারেরে আমি যে চেয়েছি যদিও
সংসার মোরে বাঁধে॥

নাই নাই মোর নাই কিছু নাই।
তবুও আমি যে চাই তোরে চাই।
কিছু নাহি পারি চরণ ধরিয়া
কাঁদিব মনের সাধে॥

তুমি ছাড়া মোর
চলিতে পারে না—
মোর চেয়ে ভাল
তুমি কি জান না।

আমার যা কিছু হৃদয়ের কালো
ক'রে দাও আলো, ক'রে দাও আলো।
মায়ের কোলটি পাবার লাগিয়া
অভয় পাগল কাঁদে॥

সকাল প্রায় সাড়ে দশটা
১৩ জানুয়ারী, ১৯৭৫

৮

জঞ্জালেরি ডালা বয়ে
এই যে মা তোর কাছে এলাম।
ও জননী, তুই আমারে
যা দিয়েছিস তাই যে দিলাম ॥

কত লোকে পূর্ণ প্রাণে
তোর কাছেতে কত আনে।
আমি মা এই ভাঙা প্রাণে
যা আছে মোর তাই রাখিলাম ॥

ভাল জিনিস দিতিস আমায়
দিতাম আমি তাই।
জননী গো, আমার কাছে
দামী জিনিস নাই।

এবারে মা এই নিবেদন,
এ ডালা মা কর্ না গ্রহণ।
অভয় বলে, এই যেন হয়—
আমায় দিয়ে তোরে পেলাম ॥

গভীর রাত্রি
১৪ জানুয়ারী, ১৯৭৫

৯

পাগলী মায়ের আদর পেলাম না।
দূরের জিনিস কত দেখলাম,
কাছের জিনিস দেখলাম না॥

শব্দে রূপে গন্ধে রসে
আমি যে গো রইলাম ব'সে।
যাহার জ্ঞানে সকল জানি
তারে আমি জানলাম না॥

জীবন চ'লে যায় গো আমার
জীবন চ'লে যায়।
আপন হতে আপন তারে
কেম্‌নে পাব হায়।

ওরে আমার জননী রে,
এবারে তুই চা রে ফিরে।
অভয় বলে, কত হলাম,
সহজ আমি হলাম না॥

রাত্রি প্রায় পৌনে তিনটে
১৫ জানুয়ারী, ১৯৭৫

১০

যারে পেলে জীবন ভরে সে কই, সে কই।
জানায় কিংবা অজানাতে
তার তরেতেই ব'সে রই॥

সহজ বিনা সত্য ভাবে
জীবন চলে না।
কোনোখানেই বন্ধু, আমার
পরাণ গলে না।
ফুলের মত ফোটে না সে
জীবনের সেই জীবন বই॥

ভ্রান্তি এসে, আঁধার এসে
যতই মোরে বাঁধে—
জাগার লাগি', ফোটার লাগি'
পরাণ ততই কাঁদে।

ওগো আমার পরম ভালো,
এবার তোমার আলো জ্বালো।
অভয় বলে, এবার এস,
যেমনি হই তোমারি হই॥

রাত্রি তিনটে বেজে গেছে
১৫ জানুয়ারী, ১৯৭৫

১১

তোমার লাগিয়া যত না কেঁদেছি,
কেঁদেছি আমারি লাগি'।
আমার চাওয়ার পথ চাহি' তুমি
ব'সে আছ অনুরাগী ॥

মোর যত ফাঁকি, মোর যত ভুল
সব প'ড়ে গেছে ধরা।
সত্যে ভরিয়া তোলো গো আমারে
ওগো ও মিথ্যাহরা ॥

তুমি ছাড়া মোর কেহ নাহি আর—
এ কথা বুঝায়ে দিও।
সহজের মাঝে, সত্যের মাঝে
আমারে টানিয়া নিও ॥

লুকানো অহংকার যে আমায়
ঢাকিতেছে বারে বারে।
আপনি আসিয়া জীবন হইতে
কেড়ে নাও প্রভু তারে ॥

তুমি ডাক দিয়েছ

অহং শুধুই দুখের জন্য—
এ কথাটা কে না জানে।
আমি নয় এবে তুমি এসে প্রভু,
জেগে থাক মোর প্রাণে॥

ভাল ক'রে আমি বলিতে পারি না
আমার বুকের কথা।
আপনি আসিয়া আমারে জাগায়ে
ঘুচাও মনের ব্যথা॥

তুমি ছাড়া আর কিছু নাই সার—
এই কথাটা তো জানি।
জেনেও জানি না, তেমন করিয়া
হৃদয়েতে নাহি মানি॥

তাই বলি আমি, তুমি কর সব,
আমার ক্ষমতা নাহি।
অভয় কহিল, আমি যেন ওগো,
থাকি তব মুখ চাহি'॥

গভীর রাত্রি
১৬ জানুয়ারী, ১৯৭৫

১২

তুমি যে আমার পরম সত্য,
আমার ঠাকুর হরি হে।
কোনোখানে কিছু ধরিবার নাই,
তোমার চরণ ধরি হে॥

আমার জীবন জুড়িয়া যে ওই
তোমার আসনখানি হে।
কার কাছে আর যাব বল হরি,
তোমারেই শুধু মানি হে॥

আমার সাধনা, মোর আরাধনা
সকলি তোমারি লাগিয়া।
আমার জীবন কেঁদে কেঁদে ফেরে
তোমারেই শুধু মাগিয়া॥

অন্যের কাছে ঘুরিয়া ঘুরিয়া
শ্রান্ত হয়েছি আমি হে।
এবারে এলাম তোমারি চরণে
আমার হৃদয়-স্বামী হে॥

তুমি ডাক দিয়েছ

তোমা-ছাড়া হয়ে ঘুরিয়া ঘুরিয়া
কত না দুঃখ পেয়েছি।
অন্যের কাছে, ভিন্নের কাছে
কত না কান্না গেয়েছি॥

'আমি'র মাঝারে বসিয়া যে তুমি
হাসিছ প্রেমের হাসি হে।
দেখে দেখি নাই, তবু আমি শুধু
তোমারেই ভালবাসি হে॥

জানিয়া মানিয়া বুঝিয়া দেখিয়া
এবার তোমারে ধরিব।
আপনি যে জন সার হয়ে আছে
তাহারেই সার করিব॥

এই মোর সাধ, কাঁদিতে হইলে
তোমারি কাছেতে কাঁদিব।
সাধিতে হইলে আপন আমার,
তোমারি সাধনা সাধিব॥

তুমি ডাক দিয়েছ

তোমারে লইয়া হাসিব কাঁদিব
গাহিব এবং নাচিব।
তোমারি জন্য মরিব গো আমি,
তোমারি জন্য বাঁচিব॥

'তুমি তুমি তুমি তুমি' ক'রে আমি
হইব পাগল-পারা হে।
আত্মা আমার, তোমারি লাগিয়া
হইব আত্মহারা হে॥

অভয় কহিল, মনের কথাটি
গুছায়ে বলিতে নারি হে।
এস এস এস, জাগো জাগো জাগো,
আমার বেদনাহারী হে॥

রাত্রি প্রায় সাড়ে তিনটে
১৭ জানুয়ারী, ১৯৭৫

১৩

আমি আমার কাছে যাব।
আমার মাঝে সকল ভুলে
'আমি'টারেই পাব॥

এটা ওটা সেটা আমায়
দেয় গো বড় জ্বালা।
হলাম ঝালাপালা মাগো,
হলাম ঝালাপালা।
সকল ছেড়ে সহজ হয়ে
আপন গানটি গাব॥

আমার কাছেই মিষ্টি আছে,
আমার কাছেই আলো।
আমার কাছেই সত্য আছে,
আমার কাছেই ভালো।

সকলটারে পাব আমি
আমার আপন মাঝে।
মগ্ন আমি থাকব সুখে
আমার আপন কাজে।
আপন দিয়ে মাগো, আমি
আপনা ভরাব॥

তুমি ডাক দিয়েছ

বাড়াব না হাতটি আমি
আনের কাছে গিয়ে।
সদাই আমি রইব মাগো,
এই আমারে নিয়ে।
আমার মাঝেই থাকব আমি
মহারাজার মত।
'আমি' হয়ে যাবে যে গো
যেখানে যা যত।
এবার আমি আপন পায়ে
আপনি দাঁড়াব॥

দেখব চেয়ে আমি ছাড়া
অন্য কিছু নাই।
চাওয়া পাওয়া সকল কিছুই
আমার মাঝেই তাই।
আবার আমি আপন পূজায়
আপনি হব ভোর।
মাগো, আমি আপনি হব
আপন মনচোর।
অভয় বলে, আপন পেয়ে
আপনা হারাব॥

রাত্রি সওয়া একটার মত
২০ জানুয়ারী, ১৯৭৫

১৪

তুমি কি আমার আজিকার সখা !
নহ হে তা তুমি নহ।
কত যুগ ধ'রে হে সখা আমার,
আমার সাথেতে রহ ॥

বুকে ব'সে তুমি চালনা করিছ
তোমার আপন পথে,
তোমারি স্বরূপ-পানেতে চলেছি
বসিয়া তোমারি রথে ॥

এক মোরা তবু পৃথক হয়েছি—
এ সব তোমারি ভঙ্গী।
আপনারে লয়ে খেলা করিতেছ
তুমি হে পরম রঙ্গী ॥

আর কিছু নয় মর্ম কথাটা
বুঝিতে দিও হে মতি।
তারপরে খেলা ভাঙুক চলুক—
তাহাতে নাহিক ক্ষতি ॥

'তুমি তুমি তুমি' সবটাই 'তুমি'—
এ কথাটা রাখি প্রাণে
তোমা হতে আমি তোমারি সাথেতে
চলিব তোমারি পানে ॥

তুমি ডাক দিয়েছ

তুমি জান মোর কোনো কিছু নাই
তুমি ছাড়া যে গো আর।
তুমিই নৌকা, তুমি ভব নদী,
তুমিই আমার পার॥

অদ্ভুত ভুলে আপনার সব
খুইয়েছি আমি হায়।
তোমার করুণা পেলেই আমার
সে ভুল ভাঙিয়া যায়॥

ভুল ভাঙা হরি, এস ত্বরা করি',
ভাঙ হে আমার ভুল।
দেখাইয়া দাও, বুঝাইয়া দাও
আমার জীবন-মূল॥

তব স্মৃতি বিনা আমার জীবন
বৃথা যে গো একেবারে।
সত্য বুঝায়ে করহ সফল
আমার জীবনটারে॥

অভয় পাগল কহিছে, শুন গো,
শুন গো আপন জন,
তোমার জিনিস তুমি তুলে নাও—
করি এই নিবেদন॥

গভীর রাত্রি
২১ জানুয়ারী, ১৯৭৫

১৫

আমায় ডেকে নে মা।
তোর আলোতে, তোর ভালোতে,
তোরই প্রাণেতে মা ॥

দুয়ের মাঝে সদা আছি।
বারে বারে মরি বাঁচি।
এবার আমায় বাঁচিয়ে তোল্
তোরি জীবনে মা ॥

কর্মপাকে খেয়ে ঠেলা
কাটছে আমার সারা বেলা।
মা তুই করিসনেকো হেলা,
চরণে স্থান দে মা ॥

আমার মুক্তি আমার বাঁধন,
আমার ভজন আমার সাধন
অঞ্জলি আজ দিলাম আমি
তোরি পায়ে যে মা ॥

তুমি ডাক দিয়েছ

অনেক কালে অনেক দেশে
ঘুরে ঘুরে অবশেষে
পরিশ্রান্ত এসেছি আজ
তোরি পায়েতে মা ॥

অভয় বলে, আর দেরী নয়।
দে মা অভয়, দে মা অভয়।
টেনে নে মা চিরতরে
তোরি কোলেতে মা ॥

রাত্রি একটার পর
২২ জানুয়ারী, ১৯৭৫

১৬

ওরে আমার প্রাণের রাজা রে !
লুকিয়ে আছিস তুই যে আমার
মরম মাঝারে ॥

বন্ধু, আমার জীবন ভ'রে
পেয়েও আমি পাই নে তোরে।
এবারে তোর পাগল-করা
বাঁশী বাজা রে ॥

কোনোখানেই বন্ধু, আমার
চিত্ত গলে না,
তেমন ক'রে প্রাণে আমার
আগুন জ্বলে না।

অভয় বলে, মধুর হেসে
দেখা দে গো আমায় এসে।
আপন হাতে সহজ সাজে
আমায় সাজা রে ॥

রাত্রি পৌনে এগারোটার কাছাকাছি
২৪ জানুয়ারী, ১৯৭৫

১৭

বুঝিয়ে দিতে হবে আমায়
বুঝিয়ে দিতে হবে।
চিত্ত আমার তবেই তোমায়
প্রাণের মাঝে লবে॥

তুমি যে মোর কতখানি—
তেমন ক'রে নাহি জানি।
চিত্ত তবে তোমার মাঝে
কেমন ক'রে রবে॥

আগুন জ্বেলে দাও না এবার
পুরোনো সব ভুলে।
আপন, সহজ সত্যে আমায়
নাও না টেনে তুলে।

তোমায় আমায় বোঝাবুঝি
হোক্ না এবার সোজাসুজি।
অভয় বলে, অভয় যে গো
শান্ত হবে তবে॥

রাত্রি
২৪ জানুয়ারী, ১৯৭৫

১৮

মাগো, তোমায় কেন আমি
ধরার মত ধরলাম না।
পরাণ ভ'রে নামটি তোমার
কেন আমি করলাম না॥

কেন তুমি লুকিয়ে থাক।
কেন আমায় দূরে রাখ।
কেন আমি ফুলের মত
পায়ে তোমার ঝরলাম না॥

কেন মা গো এত কালি
মাখিয়ে দিলি আমার মুখে।
কেন মা গো অজ্ঞানতার
আঁধার দিলি আমার বুকে।

কেন আমি সহজ হয়ে,
তোমায় প্রাণের কথা কয়ে,
তোমারি অমৃত দিয়ে
জীবন আমার ভরলাম না॥

ভোর
২৫ জানুয়ারী, ১৯৭৫

১৯

মা যে আমার সব বন্ধু,
মা যে আমার সব।
মা যে আমার মহাদেব আর
বিরিঞ্চি কেশব ॥

মা যে আছে তাইতো আছি।
মা যে নাচায় তাইতো নাচি।
আদিতে মধ্যেতে অন্তে
মায়েরি বৈভব ॥

মা যে আমার জন্ম মরণ,
ইহ পরকাল।
মা যে আমার শান্তি, বন্ধু,
মা-ই যে গোলমাল।

মা যে আমার সুখ দুঃখ।
মা যে আমার স্থূল সূক্ষ্ম।
অভয় বলে, মা-ই জরা
যৌবন শৈশব ॥

রাত্রি একটার কাছাকাছি
২৬ জানুয়ারী, ১৯৭৫

২০

যে আমারে যা দেবে সব
মায়ের পায়ে দেব ঢেলে।
এই ভাবেতেই ভব সাগর
ত'রে যাব অবহেলে ॥

আমার যত ভাল মন্দ,
আমার যত দুঃখ দ্বন্দ্ব
পুড়িয়ে সকল করব গো ছাই
মায়ের নামের আগুন জ্বেলে ॥

মায়ের নামে ডঙ্কা মেরে
করব চিত্ত জয়।
ওই অভয়া মা যে আমার
হরবে সকল ভয় ॥

এই ত্রিভুবনের মাঝার
মা ছাড়া মোর রইবে না আর।
অভয় বলে, মা কে নিয়েই
বেড়াইব হেসে খেলে ॥

গভীর রাত্রি
২৬ জানুয়ারী, ১৯৭৫

২১

মুখখানা তোর আঁধার ক'রে
কেন রে তুই বেড়াস ঘুরে।
জানিস না কি পরম কারণ
নয়কো দূরে নয়কো দূরে ॥

সে যে আছে সকলখানে।
সে যে আছে তোরই প্রাণে।
ভুবন ভ'রে গান চলেছে
তারই সহজ সুরে সুরে ॥

সেই দেবতাই করছে খেলা
ভুবন ভ'রে বহু সেজে।
যেখানেতেই পড়বে নয়ন
দেখবি চেয়ে—দাঁড়িয়ে সে যে।

তার হাসিতে মিলিয়ে হাসি,
তারেই প্রাণে ভালবাসি'
ওরে অভয়, থাক্ না সুখে
তারে রেখে হৃদয়পুরে ॥

গভীর রাত্রি
২৬ জানুয়ারী, ১৯৭৫

২২

আপনারে আপনি ভুলে
কতই কাণ্ড করেছি।
কতবার যে বেঁচেছি আর
কতবার যে মরেছি॥

এই-না আমার জীবন ভ'রে
আপনখানি হতে স'রে
কত কিছুই ছেড়েছি আর
কত কিছুই ধরেছি॥

ভাঙা গড়ার খেলা বুঝি
চল্‌ল হতে শেষ।
এবার বুঝি আমার লাগি'
জাগবে নতুন দেশ।

এবার বুঝি ভালবাসা,
আপন মাঝে আপনি ভাসা।
এই যেন হয়—আপন দিয়ে
আপনখানি ভরেছি॥

গভীর রাত্রি
২৮ জানুয়ারী, ১৯৭৫

২৩

হে আমার পরম ভাল,
তোমার ভালয় ভাল হব।
তোমারি সাথে নিতি
সহজ প্রাণের কথা কব॥

রবে না সাধ্য সাধন,
ছুনিয়ার হাসি কাঁদন।
রবে না কোনো বাঁধন।
জীবন মাঝে তোমায় লব॥

সদা যে প্রাণের মাঝে
বহিবে প্রেমের ধারা।
সদা যে আপন মাঝে
হব গো আত্মহারা।

তোমারি মাঝে আমি
হেরিব আমায় স্বামী।
তোমারি মাঝে রবে
এই আমারি সারা ভব॥

গভীর রাত্রি
২৮ জানুয়ারী, ১৯৭৫

২৪

আমি পাগল গুরুর চেলা।
ভুবন ভ'রে দেখব চেয়ে
ভগবানের খেলা॥

হাসব আমি, কাঁদব আমি।
তাঁহারি সুর সাধব আমি।
তাঁরেই প্রেমে বাঁধব আমি
মোর সারাটি বেলা॥

তা-না-না-না করব আমি
তাঁরেই প্রদক্ষিণ।
তাঁহার কাছেই কাটবে আমার
সকল রাত্রিদিন॥

তাঁর নামেতে হব সারা।
তাঁর ভাবেতে আত্মহারা।
অভয় বলে, তাঁরেই নিয়ে
ভাসিয়ে দেব ভেলা॥

রাত্রি সওয়া এগারোর পর
২৯ জানুয়ারী, ১৯৭৫

২৫

তুমি যদি না দাও ধরা
ওগো ঠাকুর হরি,
কেমন ক'রে বল বল
তোমায় আমি ধরি ॥

এস আমার হৃদয় মাঝে,
এস আমার সকল কাজে।
প্রেমে তোমার এস আমার
চিত্তখানি ভরি' ॥

ওই দেখ মোর কাটছে জীবন
তোমার পানে চাহি',
কত আছে আমার, তবু—
তোমার মত নাহি।

এবার এসে ধন্য কর,
আমার সকল ভ্রান্তি হর।
অভয় বলে, ঠাকুর, তোমায়
প্রণাম আমি করি ॥

রাত্রি প্রায় পৌনে তিনটে
৩১ জানুয়ারী, ১৯৭৫

২৬

তোমার আলোয় উড়ব ব'লে
মেলে দিলেম ডানা।
প্রভু, আমার আঁধার মাঝে
যায় গো জীবনখানা॥
তোমারি ওই অপার আলো
ঘুচাক আমার সকল কালো।
নীড় যে আমায় পিছু টানে,
উড়তে করে মানা।
তবু তোমার আলোয় উড়ব ব'লে
মেলে দিলেম ডানা॥

থাক্ না প'ড়ে পিছে আমার
সকল অন্ধকার।
যাক্ না ঘুচে বাধা আমার
অবুঝ কল্পনার।
এবার তুমি, কেবল তুমি।
তোমার সহজ, সত্য ভূমি।
অভয় বলে, এবার তোমায়
আমার মাঝে জানা।
প্রভু, তোমার আলোয় উড়ব ব'লে
মেলে দিলেম ডানা॥

গভীর রাত্রি
৩১ জানুয়ারী, ১৯৭৫

২৭

আমি কারো মানা শুনবো নাকো,
তোমায় আমি চাই।
যাই গো আমি যাই গো বন্ধু,
তোমার কাছে যাই॥

বড় আপন তুমি যে মোর,
তুমি যে মোর জীবন-চোর।
ঘরে কিংবা বাইরে আমার
তোমার মত নাই॥

তোমায় পেলে বন্ধু, আমার
দুখের হবে ক্ষয়,
তোমায় পেলে বন্ধু, আমার
ঘুচবে সকল ভয়।

তোমায় পেলে সহজ হব,
তোমার মাঝেই নিত্য রব।
অভয় বলে, তোমার মাঝেই
তোমায় যেন পাই॥

গভীর রাত্রি
৩১ জানুয়ারী, ১৯৭৫

৩

২৮

ওরে সহজ, ও তুই আমায়
সহজ ক'রে দে।
ও তোর অভয় সহজ ক্রোড়ে
আমায় তুলে নে।

বাঁকা ভাবে, বাঁকা পথে
যায় যে জীবন কত মতে।
এবার আমায় ভাসিয়ে দে তোর
সহজ স্রোতে ॥

বাঁকার মাঝে যতই ঘুরি
জাগে ততই জ্বালা—
বহু যুগের পথিক আমি
হলাম ঝালাপালা।

এবারেতে সহজ সোজা।
এবারেতে সত্য বোঝা।
অভয় বলে, নে রে আমায়
হাতেতে ধ'রে ॥

রাত্রি শেষ
৩১ জানুয়ারী, ১৯৭৫

২৯

তোমার আমি পাই নি দেখা
প্রাণের মাঝারে।
তাই তো আমি ঘুরে বেড়াই
ভবের বাজারে॥

তুমি যে মোর কতখানি
তাহা আমি নাহি জানি।
তোমার লাগি' পাগল আমি
হই নি আহা রে॥

এস এস, জাগো জাগো,
দিন যে চ'লে যায়।
ধীরে ধীরে পায়ে পায়ে
মরণ আসে হায়।

সবার চেয়ে কাছে যে জন
তাহার তরে আমার ভজন।
তাহার লাগি' বরণ ডালা
অভয়, সাজা রে॥

ভোর
২ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৫

৩০

এই যে আমি ব'সে আছি
তোর তরে মা, তোরি তরে।
চোখে আমার নাইকো অশ্রু,
বুকের মাঝে কান্না ঝরে॥

অনেক দিনের দুঃখী ছেলে—
স্বস্থ হব মাকে পেলে।
তুই বিনে মোর আর কেহ নাই
টেনে নিতে কোলের পরে॥

অনেক ছিল, অনেক আছে—
তারা সবাই পর।
তুই যে আমার আপন মানুষ,
তুই যে আমার ঘর।

এই-না আমার কান্না মাগো,
তোমা বিনা মিটবে না গো।
অভয় বলে, কোলটি মায়ের
সকল ভয় ও দুঃখ হরে॥

গভীর রাত্রি
৩ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৫

৩১

বন্ধু আমার, বন্ধু আমার,
আমার পরাণ-বঁধু।
মোর জীবনের সত্য যে তুমি—
মোর জীবনের মধু॥

তোমার মতন ছিল না কেহই,
তোমার মতন নাই।
তুমি যে আমার পিতা মাতা আর
বন্ধু স্বজন ভাই॥

জীবনের মাঝে, মরণের মাঝে
তুমি যে আপনজন।
আমার জীবনে তোমার মতন
নাহি আর কিছু ধন॥

কত যুগ ধ'রে তোমার সাথেতে
চলেছে আমার খেলা।
চোখ বেঁধে আমি খেলা করিয়াছি,
তোমারে করেছি হেলা॥

তুমি ডাক দিয়েছ

তব হাত হতে সকল পেয়েছি,
তোমারে দিই নি কিছু।
জনমে জনমে ঘুরিয়া মরেছি
আপন ভুলের পিছু॥

এবারেতে তুমি জাগাইলে মোরে
আমার স্বপন হতে।
চাহিয়া দেখিনু, ভাসিয়া চলেছি
তব শকতির স্রোতে॥

যদি কাছে এলে আরো কাছে এস,
এস আরো আরো কাছে।
মোর ভয় হয় তোমা ধনে আমি
হারাইয়া ফেলি পাছে॥

আমার সহজ সত্য হইয়া
মোর মাঝে তুমি থাক।
আমারে আপন করিয়া বন্ধু,
তোমার মাঝারে রাখ॥

তুমি ডাক দিয়েছ

তোমার নয়নে নয়ন রাখিয়া
খেলিব তোমারি সাথে।
তোমার সাথেতে নিবাস করিব
মোর দিনে, মোর রাতে ॥

আমার প্রাণের মাঝারে আমি যে
তোমারে করিব প্রাণ।
তোমার পায়েতে ঢালি দিব আমি
মোর যত অভিমান ॥

সহজ হইয়া তোমার সাথেতে
সহজেই আমি রব।
অভয় কহিল, বন্ধু, তোমায়
মরমের কথা কব ॥

সকাল
৩ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৫

৩২

আমারে সহজ ক'রে দে—
আমারে সহজ ক'রে নে—
ওমা আমায় তোরি অভয়-
চরণ পাশেতে ॥

আমার জীবন গ্রন্থিটিরে
আপন হাতে দে মা ছিঁড়ে।
তার পরেতে নে মা আমায়
নে মা টেনে নে ॥

জীবন মাঝে জড়িয়ে আছে
হাজার জটিলতা,
মনের মাঝে ছড়িয়ে আছে
কতই কুটিলতা।

সকল কিছু ক'রে সোজা
মরম কথা মোরে বোঝা।
অভয় যে মা তারি তরে
ব'সে রয়েছে ॥

রাত তিনটে
৪ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৫

৩৩

কোথায় ঢুঁড়িস্ তারে রে মন,
মা কোথাও নেই।
দেখলে পরে দেখতে পাবি
সকলখানেতেই ॥

মায়েরি রূপ জগৎখানা,
যা জানা সব মাকেই জানা।
'মা মা' ব'লে ধর্ জড়িয়ে
সেই সে মা-টিকেই ॥

ওরে, তোরি আত্মা হয়ে
মা যে ব'সে আছে।
তাই তে বলি মা যে রে তোর
সবার থেকে কাছে ॥

হেথায় হোথায় যাস্ নে রে আর,
মাকে রে দেখ্ জীবন মাঝার।
অভয় বলে, সে দাঁড়িয়ে
সহজ সত্যেই ॥

রাত্রি সওয়া তিনটের মত
৪ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৫

৩৪

সত্যিকারের মালিক যে জন
তারেই মালিক ক'রে নে না।
যাহার জীবন সত্যিকারের
তারেই জীবন সঁ'পে দে না॥

যেটা সত্যিকারের যাহা
তারে রে তুই কর্ না তাহা।
যেখানেতে মিথ্যা সেথা
সত্যিকারের সুখ আসে না॥

অনেক কাল তো গেল কেটে
ভুলের মাঝে ঘুরে ঘুরে—
সত্য থেকে, সহজ থেকে,
মূলের থেকে দূরে দূরে।

এবারে তার কাছে যেয়ে
মুখের পানে দেখ্ না চেয়ে।
অভয় বলে, আপন বিনা
চলার মত দিন চলে না॥

৪, ৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৫

৬৫

আমি কাছে নাহি গেলে
তোর যে দুখের অন্ত নাই।
আমায় কাছে নাহি পেলে
জননী কাঁদিস সদাই ॥

তোর চাওয়া মোর চাওয়া হয়ে
উঠছে প্রাণে কথা কয়ে।
সুখ ব'লে আর শান্তি ব'লে
তাই তো আমি তোরেই চাই ॥

তোর কাছেতে সহজ হয়ে
যতদিন না যাব মাগো,
ততদিন তুই আমার দ্বারে
হানবি আঘাত, জাগো জাগো।

এবার বলি, তোর কাছেতে
তৈরী আমি আছি যেতে।
অভয় বলে, তোর কোলেতেই
আমার যে গো সত্য ঠাঁই ॥

রাত্রি শেষ
৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৫

৩৬

তুই যে শুধু আছিস মাগো—
এই কথাটা দে বুঝিয়ে।
তোরি পথে চলব আমি
তোরেই আমার প্রাণে নিয়ে ॥

তোরি কাছে খাব-দাব,
তোরি মুখপানে চাব।
ভুলের রাশি যাক্ না পুড়ে—
জ্ঞানের আগুন দে জ্বালিয়ে ॥

বিশ্ব ভ'রে তোরি খেলা—
দেখব শুধু চেয়ে।
তোরি সাগর পানে যাব
তোর তরণী বেয়ে।

নিস্তরঙ্গ কোলেতে তোর
আবার কভু হব বিভোর।
অভয় বলে, তোরে পাব
তোরি অপার কৃপা দিয়ে ॥

মধ্যরাত্রি
১০ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৫

৩৭

তোমারি ওই জীবন মাঝে
বাঁচতে আমি চাই।
তোমারি ওই চরণ পাশে
এলাম আমি তাই॥

তুমি আমায় ধর ধর,
তুমি আমায় বরণ কর।
তোমারি মুখ দেখে যেন
তোমার কাছে যাই॥

মরণভরা এ জীবনে
তোমার জ্যোতি
শেষ ক'রে গো দিক্ না আমার
সকল ক্ষতি।

পূর্ণতারি মাঝে তব
আমি পূর্ণ হয়ে রব।
আমি যেন তোমার মাঝে
আমায় ফিরে পাই॥

এ আমার এ জীবন যেন
তোমারি গানে
ঢেউ খেলে যায় নিতি ওগো,
তোমারি প্রাণে।

দাও না আগুন দাও না জ্বালি',
জ্বলুক আগুন চিরকালই।
অভয় বলে, তোমায় আমি
প্রণতি জানাই॥

শেষ রাত্রি
১০ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৫

৩৮

আমার বুকের মাঝখানেতে
জ্বালিয়ে দে মা আলো।
দেখব আমি মুখখানা তোর,
দেখব শুধু ভালো॥

আমার বুকের মধ্যে শিবে,
বাতি যে গিয়েছে নিবে।
এই দুনিয়া আমার কাছে
বড্ড বেশী কালো॥

দেখ্ চেয়ে মা, তোরি ছেলে
আমি বিকারী—
চরণ তলে এসেছি আজ
আলোর ভিখারী।

প্রাণের বাতি জ্বালা জ্বালা।
যাক্ না চুকে ভুলের পালা।
অভয় বলে, তোর অমৃতে
জীবন ভরা লো॥

রাত্রি প্রায় সাড়ে এগারোটা
১০ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৫

৩৯

তোমার সাথে আমার দেখা
মনের গহনে।
তোমার সাথে আমার মিলন
ছঃখদহনে॥

চিত্ত যখন ছুলে ওঠে
তোমারি ফুল তখন ফোটে।
তখন আমার নয়ন পড়ে
তোমার আননে॥

সহজ হয়ে জীবন মাঝে
বন্ধু, আসিয়া
দাঁড়াও ওগো, দাঁড়াও তুমি
দাঁড়াও হাসিয়া।

দিনে রাতে সকল খানে
রহ রহ আমার প্রাণে।
অভয় বলে, ধন্য হব
তোমার শরণে॥

সকাল প্রায় সাড়ে দশটা
১২ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৫

৪০

মাগো মা, তোমার আলো
জ্বলেনি মোর এ বুকে।
তোমারে তেমন ক'রে
হেরি না মোর সমুখে ॥
বিষয়ের ভাবে থাকি,
বিষয়ের ধূলি মাখি।
তুমি যে সুখের খনি—
ডুবিনি যে সে সুখে ॥

তুমি যে বিষয় রূপে—
এ সত্যটি হারায়ে
দুনিয়ায় বোকার মত
রই যে আমি দাঁড়ায়ে।
পাইনে তোমারে মা,
পাই যে আমি যন্ত্রণা।
ভুলায়ে দেয় আমারে
এ মোর মনের মন্ত্রণা।
ছলনা কোথা থেকে
এল যে আমায় ঢেকে।
কহিল অভয়, দেখ—
মরি আমি এ দুখে ॥

রাত্রি সওয়া তিনটের মত
১৩ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৫

৪১

তুমি সকল হয়ে করছ খেলা
আমার আড়ালে।
আবার মাঝে মাঝে আমার পানে
হাতটি বাড়ালে॥

দেখিনিকো মুখের হাসি—
তবু তোমায় ভালবাসি।
আমায় আমি হারাব গো
তোমায় হারালে॥

তোমার খেলা চলছে ওগো,
কত কি ভাবে।
এবার এসে দাও গো ধরা
আমার স্বভাবে।

হেরব তোমায় আমার মাঝে।
হেরব তোমায় অখিল কাজে।
অভয় বলে, হেরব তোমায়
বামুন চাঁড়ালে॥

সকাল
১৪ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৫

৪২

তোর কাছেতে এলাম মাগো—
কাঁধে আমার ভুলের বোঝা।
এবারে তোর প্রাণের তত্ত্ব
তুই আমারে আপনি বোঝা॥

কত ভাবে, কত মতে
ঘুরেছি মা বাঁকা পথে।
এবারে মোর জীবনটারে
ক'রে দে মা সহজ সোজা॥

এই জনমের জন্মান্তরের
জটিল সংস্কারের রাশি
ওই যে মাগো, পদে পদে
ফেলছে যেন আমায় গ্রাসি'।

বাঁধন থেকে মুক্ত ক'রে
তুলে নে তোর অভয় ক্রোড়ে।
অভয় বলে, এবারে মা
শেষ ক'রে দে ব্যর্থ খোঁজা॥

সকাল
১৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৫

৪৩

পরাণ ভ'রে শিবগুণ গান
গাওরে আমার মন।
ভুবনে ভাই শিব ছাড়া নাই
সত্য আপনজন ॥

হৃদয় শ্মশান হ'লে
শিবের দেখাটি মেলে।
ও ভাই, সকল অভাব যায় গো মিটে
শিবেরে পেলে।
তাই বলি ভাই, কর সবাই
শিবের আরাধন ॥

শিব সত্য সুন্দর।
শিব জ্ঞানের সাগর।
শিব আপন মাঝে আপনি রাজে—
ভোলা শঙ্কর।
অভয় বলে, সার কর রে
শিবের চরণ ॥

সন্ধ্যা প্রায় সাড়ে ছটা
১৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৫

৪৪

এবারে ডাক দিয়ে নে আমায় মা তোর
অভয় কোলেতে।
কেমনে থাকব আমি বল্ না মা তোর
ভবের গোলেতে ॥

যদি তুই থাকিস কাছে
তবে মোর সবি আছে।
না হ'লে নাই কিছু নাই এই দুনিয়ার
মিথ্যা ভোলেতে ॥

রয়েছিস অখিল রূপে।
রয়েছিস তুই অরূপে।

রয়েছিস সকল নিয়ে।
আমারে দে বুঝিয়ে।
অভয়ে দে দুলিয়ে জননী, তোর
সহজ দোলেতে ॥

রাত্রি শেষ
১৬ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৫

৪৫

মা যে আমার সারাৎসারা
সারা সংসারে।
মায়ের হাতে বাজছে বীণা
মোহন ঝঙ্কারে ॥

দেখ সকল গুণীজন
হ'ল প্রেমে নিমগন।
তাদের প্রাণে মা যে আমার
রস সঞ্চারে ॥

মায়ের নয়ন দিঠি আমার
ঘুচাক অভিমান।
চিত্ত করুক মায়ের চরণ-
কমল-মধুপান।

আমার আঁধার যাক্ চ'লে।
আমার অহং যাক্ গ'লে।
অভয় বলে, দেখব মাকে
বিশ্ব-বিস্তারে ॥

বেলা তিনটে
সরস্বতী পুজার দিন
১৬ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৫

৪৬

তোমার ভজন করতে পারি—
এমন সাধ্য কই আমার।
আপন সংস্কারের কাছে
বারে বারে মেনেছি হার॥

হোক্ না আমার মলিন দশা—
তুমি আছ এই ভরসা।
তোমার নামে জয়টি দিয়ে
চলব ভবসাগর পার॥

আসুক আঘাত, বিফলতা—
বলব, তুমি, কেবল তুমি।
মোর জীবনে ভুল-পাথারে
এইটি ভূমি, এইটি ভূমি।

বন্ধু, তুমি সঙ্গে থেকো।
বন্ধু, তুমি আমায় ডেকো।
অভয় বলে, তোমার হাতেই
দিলাম আমার জীবন ভার॥

ভোর
১৭ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৫

৪৭

আর কিছু না, আমি মাগো,
সহজ হতে চাই।
সহজ তুমি, সহজ হব
যদি তোমায় পাই ॥

ধর মাগো, আমায় ধর।
আমার জীবন পূর্ণ কর।
মাগো, সবি ব্যর্থ যদি
তোমারে হারাই ॥

আমার নিশাস আমার প্রশাস
আমার বেঁচে থাকা
তোমা দিয়েই গাঁথা মাগো,
তোমা দিয়েই ঢাকা।

এই কথাটা দাও জাগিয়ে,
হৃদয় মাঝে দাও বুঝিয়ে।
অভয় বলে, মা ছাড়া মোর
আপন কেহ নাই ॥

সকাল
১৭ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৫

৪৮

সত্য, আমারে জাগিয়ে দে তোর
ভুবনে।
কত ব্যথা পাই, কত ভয় পাই
স্বপনে॥

সকল রঙ্গে ওগো ও রঙ্গী,
ঘুরিয়ে দে মোর দৃষ্টিভঙ্গী।
তোরে পেতে চাই আমার জীবন
যাপনে॥

উঠিব আমি যে সত্যের মাঝে
ফুটিয়া।
সত্য হইতে সত্যে চলিব
ছুটিয়া।

সত্য লইয়া দিন যাবে মোর,
সত্য লইয়া হয়ে রব ভোর।
অভয় কহিল, ধন্য করিব
জীবনে॥

গভীর রাত্রি
১৮ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৫

৪৯

এই করো মা আমি যেন
সবায় ভালবাসি।
লোকের হাসি দেখে যেন
হাসি সরল হাসি ॥

কেহ যখন নয়ন জলে
তাহার ছুখের কথা বলে—
তাহার সাথে আমি যেন
নয়ন জলে ভাসি ॥

মরম ছুখে ছুঃখ মা পায়
যখন কোন প্রাণী
আমি যেন তাহার ছুঃখ
মরম দিয়ে জানি।

শক্তি নিয়ে মা তোমারি
ছুখ যেন দূর করতে পারি।
অভয় বলে, এই ভাবে মা
ওঠো পরকাশি' ॥

প্রভাত
১৯ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৫

৫০

কোন্‌খানে তুই খুঁজিস তাকে বল।
ওই যে রে সে বিশ্ব ভ'রে
করছে ঝলমল॥

ওই যে দূরে, ওই যে কাছে—
সেই তো আছে, সেই তো আছে।
দেখ্‌ না চেয়ে তাহারি রূপ—
আকাশ বাতাস জল॥

সকল কালে, সকল খানে
সে আছেরে ভাই।
ভুবন মাঝে সে ছাড়া যে
অন্য কিছুই নাই।

ধর্‌ না রে তুই তাহার চরণ।
কর্‌ না হৃদে তারে বরণ।
প্রাণে তারে বোঝার লাগি
হ না রে চঞ্চল॥

তুমি ডাক দিয়েছ

মনটা এবং প্রাণটা তারে
কর্ না সমর্পণ।
পাওয়া জিনিস পাওয়ার লাগি'
কর্ না জীবন পণ।
তাহার চরণ জড়িয়ে ধ'রে
তার ভাবে নে চিত্ত ভ'রে।
অভয় বলে, ওই যে রে সেই
পরম সম্বল॥

রাত্রি তিনটের মত
২০ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৫

৫১

ওই যে রে সে, ওই যে রে সে—
ঠাকুর ভগবান,
ওরে আমার প্রাণ ॥

ওরে, সে যে সর্বময়,
তাই সবখানেতেই রয়।
তাহার শরণ নিলে পরে
রয়না কোন ভয়।
জানিস মনে, তার চরণে
সর্ব দুখের হয় যে ত্রাণ ॥

ও তুই নে না তাহার নাম,
তারে করনারে প্রণাম।
ও তোর হৃদ্‌মাঝারে লুকিয়ে আছে
তারি নিত্যধাম।
চেয়ে তাহার মুখের পানে
যা ভুলে যা অভিমান ॥

সে যে   ঠাকুর জগন্নাথ,
সদাই   রহে তোরি সাথ।
ওরে   তোরি মুখের পানে চেয়ে
রহে সে দিনরাত।
ওরে অভয়, দে তারি জয়,
প্রাণ ভ'রে গা তাহার গান॥

সকাল
২০ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৫

৫২

কঠিন কিছু নয় যে গো মন,
পরাণ ভ'রে তারে ডাকা।
সহজ হতে সহজ যে গো
আপন জনার কাছে থাকা ॥

যখন তুমি সকল ভুলে
সেই আপনের চরণ ছুঁলে—
দেখবে তখন হাতটি তাহার
মাথায় তোমার আছে রাখা ॥

'তুমি' ব'লে তারে ধর
যত্র তত্র যখন তখন।
মনেতে ঢেউ উঠলে পরে
তার ভাবেতে হওনা মগন।

সহজ হয়ে সেই সহজে
ওগো আমার মন, রহ যে।
অভয় বলে, সেই যে আপন—
সে যে আমার পরাণ মাখা ॥

সকাল সাড়ে দশটা
২০ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৫

৫৩

তুই আমারে ডাক দিয়েছিস—
মাগো, আমি ডাকছি তাই।
তুই যদি না ডাকিস মোরে—
ডাকি এমন সাধ্য নাই॥

তোরি হাতে চাবিকাঠি।
তোরি মাঝে মূল কথাটি।
তুই করিলে আত্মপ্রকাশ—
তবেই আমি তোকে পাই॥

তুই যে আলো, আমি যে ফুল—
তোর পরশে আমি ফুটি।
তোরি হিয়ার বেদনাতে
নানান সুরে বেজে উঠি।

আমার হিয়ায় মা তোর সাড়া
করছে আমায় কেমন ধারা।
অভয় বলে, গাওয়ালি তুই—
তাই তো আমি এ গান গাই॥

বিকাল
২০ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৫

৫৪

তোমারি পানে চাহিয়া ওগো,
তোমারি কথা কইতে দাও।
তোমারি নামে, তোমারি প্রেমে
পাগল আমায় হইতে দাও॥

তোমারি হয়ে তোমারি কাজে
রহিতে দাও ভুবন মাঝে।
তোমারি বোঝা এ মাথে মম
দাও গো তুমি বইতে দাও॥

ভাবনা মোর, বাসনা মোর
তোমাতে যেন হয় বিভোর।
অভয় কহে, হে প্রিয়তম,
হও গো সত্য জীবনে মম।
তোমারি তরে জীবনে মোরে
সকল কষ্ট সইতে দাও॥

রাত সওয়া বারোটার মত
২২ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৫

৫৫

জননী, তোর অভয় কোলে
আমার যে গো সহজ স্থান।
এইবারেতে কোলে নিয়ে
কর্ মা আমায় অভয় দান॥

করনু কত ছুটোছুটি—
পেলাম নাকো তবু ছুটি।
এবারে তোর কোলটি পেয়ে
যাক্ চ'লে যাক্ অভিমান॥

ভবের খেলা, ভুলের খেলা
অনেক কিছুই দেখেছি মা।
এই দুনিয়ার ধুলো কাদা
কতই যে গো মেখেছি মা।

খাঁটি জিনিস পেলাম নাকো।
এবার আমায় কোলে ডাকো।
অভয় বলে, ভিতর ভিতর
তোরি লাগি' কাঁদছে প্রাণ॥

সকাল
২২ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৫

৫৬

ওগো, শোনাও তোমার গান।
যে গান শুনে প্রেমসায়রে
ভাসবে আমার প্রাণ॥

যে গান শুনে গ্রন্থিগুলি
আপন হতে যাবে খুলি',
যে গান শুনে যাবে গলি'
সকল অভিমান॥

যে গান শুনে আমার 'আমি'
আমারে হারাবে,
যে গান শুনে আমার 'আমি'
তোমায় ফিরে পাবে—

যে গান শুনে ভয় হারিয়ে
থাকব পরম সত্য নিয়ে—
অভয় বলে, যে গান শুনে
মনটি পাবে ত্রাণ॥

বিকেল সওয়া তিনটের কাছাকাছি
২৪ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৫

৫৭

বন্ধু আমার, নিয়ো নাকো কেড়ে
আমার হাতের বাঁশী।
বাঁশীটি বাজাব আর যে হেরিব
তোমার মুখের হাসি॥
তোমার আননে হাসিটি দেখিয়া
আপনারে যাব ভুলে।
সকল যুগের সকল নিগড়
অমনি পড়িবে খুলে॥
তোমার আননে হাসিটি দেখিয়া
জীবন হইবে ধন্য।
হেরিব তোমারে জীবনে মরণে
হইয়া যাব অনন্য॥
মোর বাঁশী শুনে, তব আনন্দ—
এই কথা ভেবে আমি
অমিয় সাগরে ভাসিয়া যাইব,
ভাসিয়া যাইব স্বামী॥
হাসিটি দেখিব, বাঁশীটি বাজাব,
সঁপিব জীবনখানি।
অভয় কহিল, এই করো যেন
তোমারেই শুধু জানি॥

রাত্রি দুটোর মত
২৬ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৫

৫৮

ওগো আমি গেলাম অনেক ঠাঁই।
কোনোখানেই আপন, আমার
মনটা ভরে নাই॥

ঘুরে ফিরে তাই তো আবার
এলাম আমি পায়ে তোমার।
আর কারেও নহে আপন,
তোমায় আমি চাই॥

অনেক দিন তো কাটিয়েছি
অনেক বাটে ঘাটে,
অনেক খেলা খেলেছি গো,
এ সংসারের নাটে।

এবার আমায় স্বীকার কর,
এবার আমায় হৃদে ধর।
অভয় বলে, যেন তোমায়
প্রাণের মাঝে পাই॥

সকাল
১ মার্চ, ১৯৭৫

৫৯

তুমি আমার আপনজনা—
এ মোর পরিচয়।
তুমি আমার জীবন-সত্য,
তাই তো আমার জয়॥

তোমার বলে আমি বলী।
তুমি শক্তি, তাই তো চলি।
তুমিই আমার সকল কিছু,
আমার কিছুই নয়॥

তবু আমার আছে 'আমি'—
সেইটা পদ্মফুল।
সেইটা আমি দেব তোমার
চরণে রাতুল।

তোমার আনন্দেতে নিত্য
'আমি'টা সেই করুক নৃত্য।
অভয় বলে, তুমি আছ—
ঘুচুক সকল ভয়॥

সকাল সাড়ে ন'টার কাছে
২ মার্চ, ১৯৭৫

৬০

পাগল বলিয়া করিয়া গো হেলা
আমায় না যদি ডাকিবে।
কাহারে লইয়া থাকিব বন্ধু,
কাহারে লইয়া থাকিবে ॥

তুমি যে আমার আপনা বন্ধু,
আমি যে তোমার আপনা।
এই কথাটিতে জেগে থাকা যে গো,
তোমার আমার সাধনা ॥

তোমা ছাড়া মোর চলিতে পারে না—
এ কথা কি তুমি জান না।
আমা ছাড়া তব চলে না চলে না—
একথা কি তুমি মান না ॥

তোমার আমার ক্ষণে ক্ষণে দেখা,
ক্ষণে ক্ষণে যাও আড়ালে।
কেমন করিয়া রহিবে বন্ধু,
আমারে দূরেতে তাড়ালে ॥

মোর কথা বঁধু, কাছে কাছে থেকো,
থেকো গো আমার মরমে।
থেকো গো আমার জীবনের মাঝে,
থেকো গো আমার করমে॥

তোমার আমার মিলনে থাকিও,
থাকিও বিরহে গভীরে।
কহিল অভয়, ধন্য করিও
তোমার পাগল কবিরে॥

ভোর
৩ মার্চ, ১৯৭৫

৬১

ওগো জীবন কারিগর।
ওগো বিশ্ব কারিগর।
বলতে পার তুমি আমায়—
কোথায় তোমার ঘর॥

বসত কর তুমি আমার
জীবন মাঝারে।
তোমার হাতের ছোঁওয়া লাগে
আলোক আঁধারে।
তোমার হাতেই তৈরী হ'ল
নিখিল চরাচর॥

তুমি ছিলে, দেখাশুনো
হয় নি তোমার সঙ্গে।
বুঝতে নারি কখন তুমি
থাক যে কোন্ রঙ্গে।

এবার তোমার পরশ দানি'
নতুন কর জীবনখানি।
অভয় বলে, দাও খুলে মোর
প্রেমের নির্ঝর॥

সন্ধ্যা সওয়া ছ'টা বেজে গেছে
৬ মার্চ, ১৯৭৫

৬২

তুমি আমার আসল 'আমি'—
এইটা যেন না ভুলি।
তোমার কাছে আমি যেন
নির্ভয়েতে প্রাণ খুলি॥

জীবন মালিক তুমি আমার,
তোমায় দিলাম জীবন ভার।
তোমার পায়েই দিচ্ছি রেখে
মোর জীবনের ভুলগুলি॥

ওগো আমার পরম 'আমি',
এবার বাড়াও হাত।
মোর জীবনের সকল কিছু
গ্রহণ কর নাথ।

আমার যে এই ছোট্ট 'আমি'—
তারে কর ঊর্ধ্বগামী।
অভয় কহে, তারে তুমি
বক্ষে তোমার লও তুলি'॥

রাত্রি সওয়া তিনটের মত
৭ মার্চ, ১৯৭৫

৬৩

জগদ্ বেশে রইলি এসে
কে তুই আমার বল্।
এমন ক'রে কে তুই ওরে,
খেলাতে চঞ্চল ॥

এই ছুনিয়ার সুখ-দোলাতে
কে তুই এলি মন ভোলাতে,
কে তুই এলি ছুখের বেশে
করিতে বিহ্বল ॥

হাসি-রূপে, কান্না-রূপে
কে তুই আসিস নিতি।
কভু রে তুই জাগাস প্রীতি,
কভু জাগাস ভীতি।

কে তুই আমার মা নাকি রে।
তোরে আমি চিনেছি রে।
অভয় বলে, মোর জীবনের
পরম সম্বল ॥

৮, ৯ মার্চ, ১৯৭৫

৬৪

নিজের থেকে নাথ হে, তুমি
আমায় বরণ কর।
নইলে তোমায় কেমন ক'রে
পাব পরাৎপর ॥

সীমাবদ্ধ, ক্ষুদ্র শক্তিখানি।
তোমার আমি কিছুই নাহি জানি।
আমি শুধু বলছি, তুমি
দুঃখ আমার হর ॥

শুদ্ধ তুমি, পূর্ণ তুমি—
দুঃখ তোমার নাই।
আমি কিন্তু প্রতি পদে
অনেক দুঃখ পাই।

এবার পূর্ণ সমবেদনাতে
বন্ধু, তুমি ধর আমার হাতে।
অভয় বলে, অমৃতেতে
চিত্ত আমার ভর ॥

সকাল
৯ মার্চ, ১৯৭৫

৬৫

এবার আমায় কর পরশ, বাবা বিশ্বনাথ।
চিত্ত আমার কর সরস, বাবা বিশ্বনাথ॥

এবার আমার আঁধার নাশো, বাবা বিশ্বনাথ।
স্বরূপ তোমার পরকাশো, বাবা বিশ্বনাথ॥

নয়ন আমার দাও গো খুলে, বাবা বিশ্বনাথ।
তুমি আছ বিশ্বমূলে, বাবা বিশ্বনাথ॥

দেহে মনে দাও শকতি, বাবা বিশ্বনাথ।
পরাণে মোর দাও ভকতি, বাবা বিশ্বনাথ॥

দুঃখ হর দুঃখ হর, বাবা বিশ্বনাথ।
সত্যে আমার চিত্ত ভর, বাবা বিশ্বনাথ॥

তুমি আমার জীবন-সত্য, বাবা বিশ্বনাথ।
তুমি ঠাকুর পরম তত্ত্ব, বাবা বিশ্বনাথ॥

তুমি আছ ভয়ের পারে, বাবা বিশ্বনাথ।
প্রণাম তোমায় বারে বারে, বাবা বিশ্বনাথ॥

জ্ঞানমূর্তি তুমি ঠাকুর, বাবা বিশ্বনাথ।
ভ্রান্তি আমার কর গো দূর, বাবা বিশ্বনাথ॥

তুমি ডাক দিয়েছ

কর আমার চিত্ত বিকাশ, বাবা বিশ্বনাথ।
মিথ্যা আমার করো বিনাশ, বাবা বিশ্বনাথ॥

কল্যাণের তুমি আকর, বাবা বিশ্বনাথ।
অমৃতের তুমি সাগর, বাবা বিশ্বনাথ॥

আত্মা তুমি, জীবন তুমি, বাবা বিশ্বনাথ।
বিশ্বভুবন সকল তুমি, বাবা বিশ্বনাথ॥

বাজুক হৃদে তোমারি নাম, বাবা বিশ্বনাথ।
অভয় বলে, তোমায় প্রণাম, বাবা বিশ্বনাথ॥

সন্ধ্যার পর
১০ মার্চ, ১৯৭৫

৬৬

তুমি আমার সহজ ঠাকুর,
এমন তো আর নাই।
তোমায় ভুলে শিব, আমি
দুঃখ অনেক পাই॥

তুমি আমার ওঠা বসায়,
তুমি আমার সকল দশায়।
তুমি আমার পিতা মাতা
বন্ধু সখা ভাই॥

না জেনে যে তোমার সাথে
করেছি গো খেলা।
এখনো কি হয় নি আমার
জেনে করার বেলা।

এখন আমার দৃষ্টিটিকে
রাখিতে চাই তোমার দিকে।
অভয় বলে, চেতনাতে
রহ গো সদাই॥

দুপুর আড়াইটের কাছাকাছি
শিবরাত্রি
১১ মার্চ, ১৯৭৫

৬৭

তোমার সাথে দেখা হবে (গো)
মরম বেদনায়।
তোমায় আমি খুঁজেছি যে
জানায় অজানায়॥

তুমি আমার কত আপন—
কেউ জানে না তোমার মতন॥
কে জানে ওই পরম রতন
কেম্‌নে পাওয়া যায়॥

অবোধ আমি, তবু আমার
প্রাণের ভিতরে।
পৌঁছে গেছে তোমারি ডাক
যেন কি ক'রে।

এবার আমায় ক'রে বরণ
ধন্য কর বাঁচন-মরণ।
তুমি গাওয়াও, তাই তো অভয়
তোমার ভজন গায়॥

হুপুর
১২ মার্চ, ১৯৭৫

৬৮

ওগো আপনজন।
কেমন ক'রে তোমায় করি
আত্মসমর্পণ॥

ওই দেখ মোর ঘোর বাসনা
হয়ে আছে আবর্জনা।
দুহাত ছেড়ে দেয় না নিতে
তোমার শরণ॥

জানি আমি, শরণ নিলে
হয় না কোনো ক্ষতি।
জানি আমি, তুমি আমার
চরম পরম গতি।

তবু আমি কেমন ধারা
হতে নারি আত্মহারা।
অভয় বলে, তুমি মোরে
করহ বরণ॥

রাত্রি দশটার পর
১৬ মার্চ, ১৯৭৫

৬৯

তুই যে আমার সবখানি মা—এই কথাতে
উঠব জেগে মোর জীবনের নতুন প্রাতে ॥

মোর জীবনের বানানো সব গল্প যত
হোক না গত মাগো, চিরকালের মত।
জীবন ধারা বহুক এবার তোমার খাতে ॥

লও মা আমায় সকল সঙ্কীর্ণতার পারে।
ধুলায় যে জন—কোলে টেনে লও মা তারে।
ভুলের বোঝা কাঁধেতে আর বহিব না।
তোমার আমি তোমার হয়েই রহিব মা।
অভয় বলে, গা ভাসাব তোর ধারাতে ॥

রাত্রি শেষ
২০ মার্চ, ১৯৭৫

৭০

কত কথাই বলে লোকে—
সে সব কথায় কান দেব না।
তুই আমারে এবার মা তোর
প্রাণের কথা আপনি শোনা ॥

শুনে মা তোর প্রাণের বাণী
ভরবে আমার হৃদয়খানি,
সন্দেহ সব যাবে ঘুচে—
হব আমি খাঁটি সোনা ॥

তোর সাথে মোর দেখা শোনা—
সেই তো আমার জীবন আসল।
জন্ম-জন্মান্তরের চাষের
সেই তো গো মা সোনার ফসল ॥

আমার বুকে অভাব আছে।
তাই যেতে চাই মা তোর কাছে।
অভয় বলে, এবারে মা
ঘুচিয়ে দে মোর কাঙালপনা ॥

রাত্রি শেষ
২১ মার্চ, ১৯৭৫

৭১

ওই দেখ ভাই, খেলছে হোলি
　　মোদের নন্দলাল।
দেখ সবাই আবীর দিয়ে
　　রাঙালো গোপাল॥

　　ব্রজ　আনন্দময়।
　　দেখ　দিচ্ছে সবাই জয়।
　　　　ভাবে বিভোর গাইতেছে গান,
　　　　　　দিচ্ছে সাথে তাল॥

　　　　ওই　ব্রজের মাঝারে
　　　　তোরা　গোপাল সাজা রে।
　　　　　　অভয় বলে, নূপুর হব
　　　　　　　　চরণে রসাল॥

রাত্রি
২১ মার্চ, ১৯৭৫

৭২

তোমায় আমি দেখি নি, তাই
আমি এমন ধারা।
তোমায় আমি পাই নি যে মা,
তাই তো সর্বহারা॥

তোমায় মাগো, করিলে লাভ
মিটে যাবে সকল অভাব।
সব জীবনের পরম রতন
তুমি সারাৎসারা॥

তুমি মাগো, দাও নি ধরা
আমার জীবন মাঝে।
বল মাগো, তোমায় ছাড়া
জীবন আমার সাজে!

এবার তুমি এসে দাঁড়াও।
কাঙালপনা দূর করে দাও।
অভয় বলে, ভক্তি বিহীন
ডাকছি তোমায় তারা॥

প্রভাত
২২ মার্চ, ১৯৭৫

৭৩

ওগো আমার প্রাণের ঠাকুর,
আমার কান্না শোন নি কি।
আমার বুকে দুখের আগুন
জ্বলছে যে ওই ধিকিধিকি ॥
হয় গো কভু নেভার মত,
কভু আবার ওঠে জ্ব'লে।
কভু আমি থাকি ভাল,
কভু পড়ি গণ্ডগোলে।
আমার সুখ ও দুঃখ নাকি
তোমার প্রাণের ঝিকিমিকি ॥

কাঁদে কাঁদুক হৃদয় মম—
কাঁদুক হৃদয় তোমার তরে।
তুচ্ছ জিনিস পাবার লাগি'
পরাণ কেন কেমন করে।
পরাণ যে মোর তোমায় খোঁজে—
পরাণ যেন এইটা বোঝে।
অভয় বলে, ঠাকুর আমার,
যেমন লেখাও তেমন লিখি ॥

রাত্রি
২২ মার্চ, ১৯৭৫

৭৪

তুমি এমন লুকিয়ে থাক
কেন কে জানে।
তোমার নাকি লীলাখেলা।
মন তো না মানে॥

তুমি যদি আমার আপন—
দেখাও কেন ভুলের স্বপন।
কেন তোমার প্রেম নাহি দাও
আমার এ প্রাণে॥

কেন আমার দুঃখ এত
তুমি থাকিতে।
কেন নারি পরাণ ভ'রে
তোমায় ডাকিতে।

এমন খেলা আমায় নিয়ে
খেলছ কেন দাও বুঝিয়ে।
বলছে অভয়, বার্তা তব
বল কে আনে॥

রাত্রি আটটার কাছাকাছি
২২ মার্চ, ১৯৭৫

৭৫

তুমি যদি সত্য তবে
ভ্রান্তি আমার সইব না।
মিছামিছি ভুলের বোঝা,
ভূতের বোঝা বইব না॥
তুমি যদি সত্য তবে
কল্পনারি আঁধার মাঝে
মনের গড়া কষ্টে কেন
জীবনটাকে করব বাজে।
এমন ভাবে রইব না গো,
এমন ভাবে রইব না॥

এস আমার সত্য মালিক,
ঠাকুর আমার, এস নেমে।
জীবন মরে ছটফটিয়ে,
দাও ধরা দাও আপন প্রেমে।
অভয় বলে, পরাৎপর,
তুমি আমায় এমন কর—
তোমায় ছাড়া অন্য কিছু
জীবন মাঝে লইব না॥

রাত্রি শেষ
২৪ মার্চ, ১৯৭৫

৭৬

সমস্যা মোর অনেক যে গো,
শোনো প্রাণের প্রাণ।
তোমার মাঝেই সে সবগুলোর
আসল সমাধান॥

এ জীবনে পদে পদে
প'ড়ে যে গো যাই বিপদে।
তোমার চরণতলেই আছে
সত্যিকারের ত্রাণ॥

এই জীবনের মাঝেই আছে
তোমার চরণতল।
পরম আশ্রয় এবং
পরম সম্বল।

শেষ ক'রে দাও ভুলের ফাঁকি।
দাও খুলে মোর দেখার আঁখি।
অভয় যেন পায় গো ঠাকুর,
তোমার অভয় দান॥

রাত্রি
২৫ মার্চ, ১৯৭৫

৭৭

তোমার অনুরাগের রঙে
রাঙাও আমার মন।
ওগো রসিক, করাও তোমার
রসের আস্বাদন॥

এস নিত্য নতুন হয়ে—
নিত্য নতুন কথা কয়ে।
নতুন নতুন ভাব-লহরে।
ডোবাও অনুক্ষণ॥

হৃদয়ে মোর রহ তুমি
নিত্য অবিচল।
তোমার প্রেমের খেলা শুধু
চলুক চঞ্চল।

যোগ দেব যে তোমার খেলায়
সকলখানে সকল বেলায়।
অভয় বলে, আপন, আমার
এইটি আকিঞ্চন॥

দোল পূর্ণিমা, ভোর রাত্রি
২৭ মার্চ, ১৯৭৫

৭৮

এই যে আমি তোমার পায়ে
রাখনু মাথাখানি।
এই যে তোমায় মানি, তোমায়
মানি, তোমায় মানি ॥

এই যে আমার জীবনেতে
দাঁড়িয়ে আছ এইখানেতে।
পরাণ সখা, এই যে তোমায়
একটুখানি জানি ॥

মাঝে মাঝে তোমার সাথে
আমার দেখা হয়।
কিন্তু তুমি আমায় জানো
সকল সময়।

তুমি ঠাকুর, অসীমমনা।
আমি তোমার আলোর কণা।
অভয় বলে, ধন্য কর
তোমার আশিস দানি' ॥

রাত্রি শেষ
২৯ মার্চ, ১৯৭৫

৭৯

ওই চলেছে তোমার পূজা
জগদ্ ভ'রে।
ওই রয়েছে উপকরণ
থরে থরে ॥

ওই সাজানো হ'ল থালা।
ওই হয়েছে আলোক জ্বালা।
ওই যে গাঁথা হ'ল মালা
যতন ক'রে ॥

ওই দেখ না ভুবন ভ'রে
হয় আরতি।
ভক্তজনা ওই দেখ না
জানায় নতি।

তুমি তোমার আশিস দানে
দাও শকতি আমার প্রাণে।
আমি যেন রইতে পারি
চরণ ধ'রে ॥

২৯ মার্চ, ১৯৭৫

৮০

পথের মানুষ, তুমি আমায়
পথের মানুষ কর।
তুমি আমার দুহাত ধর॥

মাথার পরে রবির কিরণ
ঝ'রে পড়ে উজল বরণ।
কভু আবার শুকনো পাতা
ঝরছে ঝরঝর॥

ব্যাকুল তুমি, উতল তুমি
অতল প্রাণে মিশি'
অন্তহীনের কি গান ওগো
শুনছ দিবানিশি।

আমার কাছে গাওনা সে গান।
পরাণে মোর পড়ুক না টান।
অভয় বলে, প্রেম দিয়ে মোর
জীবনখানি ভর॥

বিকাল
৬ এপ্রিল, ১৯৭৫

৮১

ফিরিয়ে রে তুই দে না আমায়
আমার আপন সুর।
দেখ্ না চেয়ে, শুকিয়ে গেছে
আমার হৃদয়পুর॥

কবে থেকে তা জানি না
থেমে গেছে আমার বীণা।
যে জন আমার পরম আপন
সে জন বহুদূর॥

সত্য যেন কেমন ক'রে
গেছে আড়াল হয়ে।
জীবনটা মোর ক্লান্ত আজি
ভূতের বোঝা ব'য়ে।

হয়ে সুহৃদ্, হয়ে স্বজন
আড়াল হয়ে রইল যে জন—
অভয় তারে করিতে চায়
বুকের কোহিনূর॥

বিকাল
৭ এপ্রিল, ১৯৭৫

৮২

মাগো, আমায় জাগিয়ে রাখিস
তোর চেতনায়।
আমি যেন পাই মা তোরে
মোর বেদনায়॥

এই যে আমার হৃদয়-নদী—
ঢেউ খেলে এ ওঠে যদি—
ঢেউ-এর সাথে সাথে যেন
তোরে মা পায়॥

আমার যেন সময় না যায়
ও জননী, তোমা বিনে।
সকলখানে আমি যেন
তোরেই নিতে পারি চিনে।

তুই যে আমার সকলখানি—
মরমেতে যেন জানি।
অভয় যেন তোরি স্রোতে
আপন ভাসায়॥

ভোর
৮ এপ্রিল, ১৯৭৫

৮৩

ভুল করা মোর স্বভাব প্রভু,
তুমি ভুলের পারে।
তোমার পায়ে আমার প্রণাম
জানাই বারে বারে॥

আপন হাতে ভাঙ গো ভুল,
আপনি দেখাও—তুমি যে মূল।
পরম চরম সত্য যেটি—
দেখাও তুমি তারে॥

আমার ভুলের মালা আমি
পরতে চাহি নাকো,
তোমার পায়ের ফুলের মালা
গলায় আমার রাখো।

তোমায় নিয়ে যেন হরি,
আমার সকল কর্ম করি।
অভয় বলে, তোমার কাছেই
রাখনু আপনারে॥

গভীর রাত্রি
১১ এপ্রিল, ১৯৭৫

৮৪

তোমার চরণ স্মরণ ক'রে
চলব আমি পথে।
প্রাণের মাঝে জড়িয়ে তোমায়
ধরব নানা মতে॥

যত্র তত্র যখন তখন
তোমার মাঝে হব মগন।
তোমায় আমি হেরব ঠাকুর,
আমার দেহ রথে॥

যেখানে যা পাব ঠাকুর,
সকল তোমায় দেব।
তোমারি হাত হতে আমি
তোমার প্রসাদ নেব।

অভয় বলে, ওগো আপন,
সদাই তোমায় জানবে এ'মন।
পাব তোমায় জনপদে—
কাননে পর্বতে॥

পূর্বাহ্ণ
১২ এপ্রিল, ১৯৭৫

৮৫

অমনি মাগো, একটু ক'রে
দিবি রে তুই কতদিনে।
জীবন আমার শুকায়ে যায়
মা তোর নিঝর-ধারা বিনে॥
তোরি পরম প্রাণের ধারা
হেথায় হয়ে আছে হারা।
আপন হাতে আমার বুকে
খুলে কি মা তুই দিবি নে॥

ও তোর প্রাণের সে অমৃতের
আমি যে মা অংশীদার।
সে অমৃত পাই মা আমি—
করিস যদি অঙ্গীকার।
আপনেরে কর্ মা আপন।
ঘুচিয়ে দে তুই দুখের স্বপন।
অভয় বলে, আত্মা ব'লে
তোরে যেন নিই গো চিনে॥

১৩ এপ্রিল, ১৯৭৫

৮৬

শুয়ে কে রে আছিস তোরা,
আয়না ছুটে আয়।
সোনার বরণ রবির কিরণ
ওই যে দেখা যায়॥

আয় উঠে আয় ঘুমের থেকে,
সকলেরেই নে না ডেকে।
সত্য ভাবে কর্‌না প্রণাম
ভগবানের পায়॥

এই দুনিয়ার মাঝে তোদের
করতে হবে কাজ।
ছাড়তে হবে ভয় রে তোদের,
ছাড়তে হবে লাজ।

পাপের আঁধার, ভুলের আঁধার—
তাঁকে ধ'রে হ না রে পার।
তাঁহার পায়ের কাছে অভয়
জাগানি গান গায়॥

পূর্বাহ্ণ
১৭ এপ্রিল, ১৯৭৫

৮৭

তোমার কানের কাছে মুখটি নিয়ে
বলতে আমায় দিও,
প্রিয় আমার প্রিয়, তুমি
প্রিয় আমার প্রিয় ॥

আমার হৃদে থেকে করছ তুমি
দুঃখ সুখের ভোগ।
কৃপা ক'রে আনছ ক্রমে
পরম সাথে যোগ।
আপনি তুমি দিচ্ছ আমায়
প্রসাদ কণা স্বীয় ॥

আমার মাঝে বাকি আছে
যতখানিক গ্লানি—
তাহার মাঝে আমি যেন
তোমায় ডেকে আনি।

তোমায় পেয়ে সহজ হব।
তোমার মাঝে নিত্য রব।
অভয় বলে, ঠাকুর আমার,
তুমি অদ্বিতীয় ॥

গভীর রাত্রি
২০ এপ্রিল, ১৯৭৫

৮৮

আমি   মা তোর সুবোধ ছেলে নহি।
অজ্ঞানতার বিষম বোঝা
মাথায় আমার বহি।

দুরন্তপনা যে কত
করেছি মা অবিরত।
দুঃখ পেলাম শত শত,
কত মা আর কহি॥

এবারে মা জানাই আমি,
আমায় রেহাই দাও।
বোঝা আমার আপন হাতে
নাও মা তুলে নাও।

সহজ হয়ে অভয় কোলে
ডাকব আমি 'মা, মা' ব'লে।
অভয় বলে, কাটবে সময়
তোর কোলেতেই রহি॥

২২, ২৩ এপ্রিল, ১৯৭৫

৮৯

আশ্রয় কোথায় বল,
আশ্রয় কোথায়।
আশ্রয়ের লাগি' লোক
ছুটে ছুটে যায়॥

বাহিরেতে ছুটোছুটি।
আছে ঘর, নাহি খুঁটি।
মরণের স্রোতে সব
ঢ'লে পড়ে হায়॥

বাহির দেখিবে যবে
আশ্রয় তো নাই।
অন্তরের মাঝে শুধু
জুড়াবার ঠাঁই।

মেলিয়া জ্ঞানের চোখ
সে বস্তু হেরে না লোক।
তাই এটা সেটা পায়,
শান্তি নাহি পায়॥

দেখিলে নয়ন মেলে—
সর্বত্র ঠাকুর।
অন্তরে বাহিরে সে যে,
নহে নহে দূর।

তাঁহারে বরণ কর,
জীবনেতে তাঁরে ধর।
পাগল অভয় আজি
এই বস্তু চায়॥

পূর্বাহ্ণ
২৭ এপ্রিল, ১৯৭৫

৯০

বাজাও তোমার গান।
আমার এ ভাঙা বেহালাখানিতে
বাজাও তোমার গান।
তোমার হাতের ছড়ের টানেতে
কাঁপুক আমার প্রাণ॥

বাজুক তোমার পরাণের সুর।
ধ্বনিত হউক নিকট, সুদূর।
তোমার সে সুরে হৃদয়ের পুরে
গ'লে যাক্ অভিমান॥

নানা অলঙ্কারে সাজিয়া সাজিয়া
নব নব রাগ উঠুক বাজিয়া।
আকাশে বাতাসে চলুক নাচিয়া
তোমার সুরের টান॥

নদীতে সাগরে ফুলের বনেতে—
ঘরে ঘরে ওই কোণেতে কোণেতে—
আর মানুষের মনেতে মনেতে
উঠুক মধুর তান॥

তুমি ডাক দিয়েছ

ডুবেছে যে জন নিরাশা আঁধারে
প্রাণ ফিরে পাক্ আশার সঞ্চারে।
তোমার পরম প্রাণের মাঝারে
লভুক সে জন ত্রাণ ॥

ভাষা যার নাই, সে ভাষা লভুক।
খুশীতে তাহার ভ'রে যাক বুক।
অভয় কহিল, তব আনন্দে
সকলে করুক স্নান ॥

রাত্রি শেষ
৪ মে, ১৯৭৫

৯১

ভগবানকে ডাক্ রে তোরা
ভগবানকে ডাক্।
সুখে দুঃখে তোরা তাঁহার
পায়ের কাছেই থাক্॥

সকল খেলায় তাঁরই খেলা—
বুঝতে করিসনেকো হেলা।
সব সময়ে তাঁর স্মৃতিটি
মনের মাঝে রাখ্॥

তিনি আছেন—এই কথাটা
গেঁথে প্রাণের মাঝে
তাঁহার মুখের পানে চেয়ে
লাগ্‌না তাঁহার কাজে।

ধ'রে সত্য চির উজল—
জীবনটারে কর্ না সরল।
অভয় বলে, ওরে তোদের
ভ্রান্তি ভেঙে যাক্॥

রাত্রি দুটো
১১ মে, ১৯৭৫

৯২

'ও তুই রাজার ছেলে হ'য়ে কেন
সাজ্‌লি ভিখারী।
ও ভোলা মন, ভাল ক'রে
দেখ্‌না বিচারি' ॥

এ জগতের কর্তা যিনি
মাতা তিনি, পিতা তিনি।
তোর যে নিবাস পরম ধামে,
তুই যে তাঁহারি ॥

মাথা তুলে দাঁড়া না তুই
দিয়ে তাঁহার জয়।
আঁখি খুলে দেখ্‌না রে তুই,
তিনি ভুবনময়।

ভয় ভাবনা পালাক দূরে।
সুর লাগা তুই তাঁহার সুরে।
অভয় বলে, ভবের সাগর
দে না রে পাড়ি ॥

রাত্রি
১৪ মে, ১৯৭৫

৯৩

ওই যে আপন তোরি লাগি'
পেতেছে কোল।
নয়ন খোল্, খোল্ রে নয়ন,
নয়ন খোল্॥

ওই চেয়ে দেখ দিকে দিকে
চেয়ে আছে অনিমিখে।
তার নয়নে নয়ন দিয়ে
আপন ভোল্॥

বিশ্ব ভ'রে ঢেউ খেলে যায়
তাহার প্রাণ।
সেইখানেতেই আছে রেঁ তোর
মনের ত্রাণ।

কর্ না তারে কর্ না বরণ।
নে না রে তার অভয় শরণ।
অভয় বলে, এইবারে তোর
মিটুক গোল॥

ভোরের দিক
১৮ মে, ১৯৭৫

৯৪

কেমন ক'রে এমন্ ক'রে
ঢাকলি আপনারে।
এই কথাটা ওমা আমায়
বোঝা গো এবারে॥

কেমন ক'রে সাজ্‌লি নানা,
চোখ থাকতে হলি কানা।
অন্নপূর্ণা হয়েও তুই
রইলি অনাহারে॥

পূর্ণ হয়েও অপূর্ণ তুই,
এ তোর কেমন ধারা।
আপন মাঝে আপনি থেকে
মা তুই আপনহারা।

নিজের সাথে লুকোচুরি—
বা রে মা তোর বাহাদুরি।
অভয় বলে, ধন্য, তোকে
প্রণাম বারে বারে॥

মে, ১৯৭৫

৯৫

কিছুতে তো ভরে না মোর মন।
ভরবে না তো মনটি আমার
না পেলে সেই পরম ধন॥

তারে নাহি পেলে বুকে
রইতে নারি মনের সুখে।
মোর পরাণের শান্তি সে যে,
আপন হতেও সে আপন॥

সে যে গো ওই ডাকছে আমায়,
আয়রে চ'লে আয়।
কোন্ সুখেতে এই খানেতে
রইনু প'ড়ে হায়।

টানো আমায় জোরসে টানো,
আমায় তোমার কাছে আনো।
অভয় বলে, তুমিই কাশী,
তুমিই বৃন্দাবন॥

গভীর রাত্রি
২৬ মে, ১৯৭৫

৯৬

এই কর গো সুখের লাগি'
কারো কাছে হাত না পাতি।
তোমায় যেন বুকের মাঝে
পাই গো আমার নিত্য সাথী॥

নাই ওগো সুখ কারো কাছে।
সুখ শুধু মোর প্রাণে আছে।
হে মহাপ্রাণ, তোমায় ল'য়ে
থাকি যেন দিবস রাতি॥

কাঙালপনা দূর ক'রে দাও
ইহার উহার তাহার দ্বারে।
তাকাতে সেই তোমার দিকে
শিখাও গো শিখাও আমারে।

তুমি আমার আপন নিত্য।
তুমি আমার পরম বিত্ত।
অভয় বলে, তুমি আমার
জীবন মাঝে উজল বাতি॥

পূর্বাহ্ন
৩১ মে, ১৯৭৫

৯৭

এইটুকু মা জানি যে তুই
আমার মত নোস্।
বাঁধতে তোরে পারে নাকো
অখিল গুণ দোষ॥
আছিস কূলে, আর অকূলে।
আছিস ভুলে, আছিস মূলে।
সর্বাতীতা মা তুই, আবার
তুই যে পঞ্চকোষ॥

যা ইচ্ছে তাই করিস যে তুই
নিজেরি ছন্দে।
নিজের মাঝেই স্পন্দিত তুই
নিজের আনন্দে।
শোন্ মা আমি বলি তোরে,
তোরি জাদু জগদ্ভ'রে।
ধরতে তোরে নারল অভয়—
এই তো মা আফ্‌সোস॥

সকাল
৫ জুন, ১৯৭৫

৯৮

বইতে আমি নারি মাগো,
অমঙ্গলের ভার।
তুই মা আমার সর্বশুভ—
তোকে নমস্কার॥

কর আমায় আকাশের মত।
নির্বিকার মা রাখ্ সতত।
সবার মাঝে থেকেও আমি
রইব সবার পার॥

অথবা মা নদীর মত
সাগর অভিমুখে
ঢালব আমি, ঢালব সকল
তোরি অসীম বুকে।

ভীষণ যদি আসে মা কেউ—
দেখব তারে তোরি সে ঢেউ।
অভয় বলে, 'মা তুই' ব'লে
হব গো উদ্ধার॥

৫ জুন, ১৯৭৫

৯৯

গুরু, তোমায় করি গো প্রণাম।
জীবন আলোক তুমি
নয়নাভিরাম॥
দুস্তর সংসারে মোর
হাতটি ধরিয়া
লইয়া চলেছ তুমি
যতন করিয়া।
অমৃত তোমার ওই
মধুময় নাম॥

এ বিশ্ব তাঁহারি রূপ,
অন্য কিছু নয়—
এ সত্য জাগায়ে দূর
করিতেছ ভয়।
অভয় কহিল : কর
কৃপা বরষণ;
পূর্ণ কর, ধন্য কর
আমার জীবন।
পদপ্রান্তে আপনারে
আমি রাখিলাম॥

দুপুর
৭ জুন, ১৯৭৫

১০০

চিন্তা ক'রে মরিস কেন বল।
তার চরণে সব ছেড়ে দে
চিন্তাতে কি ফল॥
এ দুনিয়া আপনি সেজে
মজার খেলা খেলতেছে যে।
তারই মধ্যে সকল কিছু
সেই তো রে সকল॥

সুখের এবং দুখের মাঝে
জড়িয়ে তারে ধর্।
তারে নিয়ে প্রাণের মাঝে
সকল কর্ম কর্।
তাহার ভালবাসায় প'ড়ে
যা না রে তুই জ্যান্তে ম'রে।
অভয় বলে, দে ভেঙে তোর
প্রাণের অর্গল॥

বিকেল
১২ জুন, ১৯৭৫

১০১

আমার ঠাকুর জ্যান্ত ভগবান।
জীবন মাঝে লুকিয়ে থাকে,
সে যে আমার প্রাণ ॥

সে ওই আমার কাছে আসে—
কখন কি ভাবে।
সে যে গো ওই করছে খেলা
আমার স্বভাবে।
মাঝে মাঝে দেয় সে আবার
হৃদয় মাঝে টান ॥

আমার 'আমি'র মাঝে আছে
তাহার আপন বাসা।
আমার কলমেতে বন্ধু,
সে-ই যোগায় ভাষা।

সে যে গো মোর যত খানিক
আমি যে তার—তারো অধিক।
অভয় বলে, বুঝেও আমি
বুঝি না তার দান ॥

দুপুর
২০ জুন, ১৯৭৫

১০২

সুখ দিয়ে কি সুখের পূজো
করিস রে পাগল।
দুখের বেলা মুখ ফিরিয়ে
থাকিস কেন বল।
ওরে, কেবল আলো খুঁজিস।
এমন ক'রে কারে পূজিস।
আঁধার মাঝেই দেখতে চা তুই
আলোক নিরমল॥

লোকে যারে বলে পাগল,
অমঙ্গলের রাশি।
তাহার মাঝেই দেখ্না চেয়ে
মায়ের মধুর হাসি।
জগদ্ ভ'রে মায়ের খেলা—
এই জ্ঞানই যে পারের ভেলা।
অভয় বলে, এই জ্ঞানই যে
বুকের অসীম বল॥

গভীর রাত্রি
২২ জুন, ১৯৭৫

১০

পাগল দিয়েই হবে আমার কাজ।
পাগল খুঁজে বেড়াই আমি
এ সংসারের মাঝ॥
হিসেব নিকেশ ছুঁড়ে ফেলে
আয় না পাগল, জীবন মেলে।
সেই সহজের তরে রে তুই
দূর ক'রে দে লাজ॥

তাঁর নয়নে নয়ন দিয়ে
ক্ষুদ্রতারে ভোল।
তাঁর জীবনে জীবন দিয়ে
ফুটিয়ে জীবন তোল।
তাঁর প্রেমেতে ভেসে যা না,
প্রাণ ভরে তাঁর গানটা গা না।
অভয় বলে, যেমন সাজায়
তেমনটা তুই সাজ॥

পূর্বাহ্ণ
৭ জুলাই, ১৯৭৫

১০৪

সাচ্চা মানুষ হ রে ভাইয়া,
সাচ্চা মানুষ হ।
প্রাণের গুরুর কাছে রে তুই
প্রাণের কথা ক॥
ভগবান ওই বিশ্ব ভ'রে—
বাহিরেতে আর অন্তরে।
সুখে দুখে চরণ কমল
আঁকড়ে ধ'রে র॥

যত রে তুই সাচ্চা হবি—
দেখবি মজা ভাই,
সত্য বিনা এই দুনিয়ায়
আর তো কিছুই নাই।
সেই আকাশে মেলে ডানা
সহজটারে ফিরে পা না।
অভয় বলে, কণা পেলেই
হয়ে যাবি থ॥

দুপুর
১০ জুলাই, ১৯৭৫

১০৫

জাগছে কে গো এমন ক'রে
মোর প্রাণে।
আমি আলোর মত ছড়িয়ে যাব
সবখানে॥
উঠব ফুটে কমলসম,
বিলিয়ে দেব গন্ধ মম।
তাকিয়ে আমি রব তাঁহার
মুখপানে॥

নদীর মত চলব ব'য়ে
তাঁহার অভিমুখে,
আত্মহারা পাগল পারা
মিশব তাঁহার বুকে।
সহজ, সত্য স্বরূপটিরে
বোধের মাঝে পাব ফিরে।
অভয় বলে, সে টানে গো
ওই টানে॥

রাত্রি
১০ জুলাই, ১৯৭৫

১০৬

তুমি যদি আমায় অত দিলে—
আমার কেন দশা এমনতর।
তুমি যদি আমায় কোলে নিলে—
আমি কেন ব্যাথায় জরজর॥
তোমায় আমি পেয়েছি কি।
কেমন ক'রে গানে লিখি।
দেখ দেখ চিত্তে আমার আজি
বিদ্ধ কাঁটা, রুধির দরদর॥

কী পেয়েছি, পাইনি কি আর আমি—
হিসেব ক'রে দেখব কেমন ক'রে।
কৃতজ্ঞতা হয়তো আছে স্বামী,
ব্যাথায় তবু চিত্ত আছে ভ'রে।
পরম প্রাণের বোধটি দিয়ে
এবার তুমি দাও বুঝিয়ে।
অভয় বলে, আপন হতে আপন,
জীবন্ আমার ধন্য কর কর॥

গভীর রাত্রি
১১ জুলাই, ১৯৭৫

১০৭

সরল যদি না হবি তো
পাবি কেমনে।
জীবন কিসে ধন্য হবে
তাঁহার মিলনে॥

হয়ে যা সরল সোজা,
নামা রে ভূতের বোঝা।
আপনারে দে সঁপে দে
তাঁহার চরণে॥

সকল কপটতা ছেড়ে
তাঁর কাছেতে যা।
তাঁর কাছেতে সকল কপাট
খোলা জানিস না!

বোধেতে বোধ মিলানা,
দে ছেড়ে তোর দোটানা।
ওরে অভয়, ভয় ঘোচে রে
তাঁহার শরণে॥

রাত্রি
১১ জুলাই, ১৯৭৫

১০৮

সবার বড় কর্তব্যটি
আমি করিনি।
প্রাণের মাঝে তোমায় আমি
জড়িয়ে ধরিনি॥

যে জন থাকে প্রাণে প্রাণে,
যে জন থাকে সকল খানে
তার সে অমৃতরসে
চিত্ত ভরিনি॥

যা হয়েছে তা হয়েছে,
আর তো দেরী নয়।
এবার আমার হৃদয় মাঝে
হও না গো উদয়।

প্রাণ-পুরুষ তুমি আমার।
তুমি আমার জীবন-সার।
তুমি আছ তাই এ ভবে
প্রাণে মরিনি॥

দুপুর
১৩ জুলাই, ১৯৭৫

১০৯

সাহসে আগ বাড়িয়ে
এসেছি মায়ের কাছে
ও মায়ের পরে দাবী
আছে রে আমার আছে।
মা যে রে আমার আপন,
জীবনে মায়ের আসন।
সে মায়ের ডাক যে আমার
প্রাণেতে পৌঁছিয়াছে॥

দেখা দিক্ বিঘ্ন বাধা,
সমুখে যাব চলি।
জয় মা জয় মা বলি
দিব রে জলাঞ্জলি।
সে মায়ের সত্য স্মৃতি
ঘুচাবে সকল ভীতি।
মা আছে তাইতো আজি
অভয়ের পরাণ নাচে॥

গভীর রাত্রি
১৬ জুলাই, ১৯৭৫

১১০

মরব না গো মরব না।
গাছের থেকে ঝরা পাতার
মতন আমি ঝরব না ॥
উঠব ফুটে ফুলের মত,
তোমার পায়ে হব নত।
পায়ের উপর পড়ব গো আর
পায়ের থেকে সরব না ॥

রবির মত বিশ্বভুবন
করব প্রকাশিত।
নদীর মত ওই সাগরে
হব সম্মিলিত।
তোমার হব, তোমার হব—
তোমার মাঝেই নিত্য রব।
অভয় বলে, এমন ক'রে
ভুলের খেলা করব না ॥

১৮ জুলাই, ১৯৭৫

১১১

আর কতকাল রইবি পাখি,
খাঁচার কারাগারে।
আয় না রে আয় উড়ি এবার
এ নভোবিস্তারে॥

আর কতকাল রইবি বদ্ধ,
এই খানেতেই রে আনন্দ,
এই হেথাকার কথা পাখি,
বলতে ভাষা হারে॥

যদি বলিস অবোধ পাখি,
কেমন ক'রে যাই।
আঁখি মেলে দেখ না পাখি,
নাইরে খাঁচা নাই।

আপন ভুলের কল্পনাতে
কাঁদিস বসি' দিবস রাতে।
খোল্ না অভয়, জ্ঞানের আঁখি,
যাবি ভুলের পারে॥

বিকাল
২০ জুলাই, ১৯৭৫

১১২

সব দলেতেই আছি আমি,
কোনো দলেই নাই।
এ জগতের সকল মানুষ
আমার আপন ভাই ॥

তাঁর ভুবনেই বাস করি যে—
তাঁহার আপন জন।
তাঁরি নিশাস, তাঁরি প্রশাস
বইছে সর্বক্ষণ।
তাঁহারি জল পান করি যে,
তাঁরি অন্ন খাই ॥

সবার যিনি পরম আপন
আমারো যে তিনি।
তিনি খানিক দিলেন ধরা
তাইতে খানিক চিনি।

তাঁর সাথেতে মেলামেশা
হচ্ছে এবার আমার নেশা।
অভয় বলে, তাঁরি কাছে
তাঁহারি গান গাই ॥

পূর্বাহ্ণ
৪ আগষ্ট, ১৯৭৫

১১৩

কি করি হায় হারিয়ে গেছে
আমার আপন জন।
ক্ষণে ক্ষণে কেমন ক'রে
উঠছে আমার মন ॥
কতদূরে কোন্‌খানে সে।
পাব তারে কোন্ সে দেশে।
সে জন বিনা ভরবে নাকো
আমার এ জীবন ॥

আমার 'আমি'র মাঝখানেতে
তাহার নাকি বাস।
সবখানেতেই জ্বলছে নাকি
তাহার পরকাশ।
সে যদি না দিল ধরা—
বৃথাই আমার বাঁচা মরা।
তারি তরে ওই যে ব'সে
অভয় অকিঞ্চন ॥

রাত্রি
৭ আগষ্ট, ১৯৭৫

১১৪

যাঁহার থেকে সব এসেছে ভাই,
তাঁর চরণে আমি আমার
প্রণতি জানাই ॥
তাঁহার থেকেই সব এসেছে,
তাঁহার মাঝেই সব রয়েছে,
তিনি আদি, মধ্য, অন্ত—
তিনি ছাড়া নাই।
তাঁর চরণে আমি আমার
প্রণতি জানাই ॥
তাঁহার বুকে আছি আমি,
তিনি আমার বুকে।
তাঁহার খেলাই চলছে ও ভাই,
সকল সুখে দুখে।
তিনি ভিতর, তিনি বাহির—
ওই চেতনায় হব হাজির।
অভয় বলে, পাগল আমি
দাঁড়িয়ে আছি তাই।
তাঁর চরণে আমি আমার
প্রণতি জানাই ॥

রাত্রি
১২ আগষ্ট, ১৯৭৫

১১৫

ওরে পাগল বল্
কোন্ সুরে তুই বাজাস বীণা,
ফেলিস নয়ন জল ॥
কোন্ সে গানের গুনগুনানি,
কোন্ বেদনার কোন্ সে বাণী
আপন-ভোলা পাগল, তোরে
করিল বিহ্বল ॥

নাইকো রে তোর চাওয়া পাওয়া,
তুই যে স্বতন্ত্র।
কেন তবে কাঁদছে রে তোর
হাতের এ যন্ত্র।
ওরে পাগল, তোর ঘরানা
জানা রে তুই আমায় জানা।
অভয় বলে, কেম্নে পাব
রসের অতল তল ॥

মধ্য রাত্রি
১৫, ১৬ আগষ্ট, ১৯৭৫

১১৬

এবারে মা সকল কিছু
হোক না পরিষ্কার।
ঘুচিয়ে এবার দে মা আমার
মনের অন্ধকার॥
আমার মনের কোণা কোণা
তোর তো সবি জানাশোনা।
এবারে মোর জীবনতরীর
হ'মা কর্ণধার॥

আমি মা তোর কে হই এবং
তুই মা আমার কে—
দে বুঝিয়ে দে, জননী,
দে ফুটিয়ে দে।
পেয়ে মা তোর কৃপার ঝলক
তত্ত্বটা হোক হস্তামলক।
অভয় বলে, লহ লহ
আমার নমস্কার॥

পূর্বাহ্ণ
১৭ আগষ্ট, ১৯৭৫

১১৭

এই ত্বনিয়ায় চলছে মনের
কারসাজি।
তার তালেতে খাচ্ছে সবাই
ডিগবাজি॥
এই ত্বনিয়ার যিনি মূলে
তাঁকে রেখে শিকেয় তুলে
ছোবড়া নিয়ে নাচতে আমি
গররাজি॥

মূলে যিনি—তাকাব ভাই
তাঁর পানে।
আরাধনা করব তাঁহার
মোর গানে।
তাঁকে নিয়েই করব রে ঘর,
তাঁকে নিয়েই চলবে রগড়।
তাঁর তরেতেই ভরব আমার
দিল-সাজি॥

রাত্রি
১৭ আগস্ট, ১৯৭৫

১১৮

তোমারি এই কাণ্ডকারখানা।
তোমার জ্ঞানের আলোকেতেই
সব কিছু যাচ্ছে জানা॥

তোমা হতেই আসি মোরা,
তোমার কাছেই থাকি।
তোমাতে বাস ক'রে করি
তোমায় ডাকাডাকি।
আবার অন্তেতে হয় তোমার মাঝেই
সেই-সে মরণ বিছানা॥

তোমার রবি ভুবন পরে
তোমার আলো ঢালে।
তোমার মেঘে বজ্র হাঁকে
তোমার রুদ্র তালে।
আবার শ্রাবণ দিনে তোমার ধারা
ঝ'রে পড়ে একটানা॥

তুমি ডাক দিয়েছ

তোমার স্বর্গ, তোমার নরক,
তোমার গোলক ধাম।
তোমার ভক্ত ব'সে ব'সে
জপছে তোমার নাম।
তোমার প্রেমিক তোমার ভাবে
বিভোর হয়ে গায় গানা॥

তোমার সুখে তোমার দুঃখে
তোমার জীবন কাঁপে।
এই দুনিয়ার সকল কিছু
মাপা তোমার মাপে।
তোমার ইচ্ছায় কেউ বা বিকট,
কেউ বা হ'ল চাঁদপানা॥

অভয় বলে, তোমার ব'লে
হব সাগর পার।
তোমার মাঝেই হেরব তোমায়
মজা চমৎকার।
হব তোমার নামে, তোমার প্রেমে
তোমার ভাবে মস্তানা॥

মধ্য রাত্রি
১৮ আগস্ট, ১৯৭৫

১১৯

যে সুরখানি বাজালো মোর প্রাণ।
সেই সুরেতে সুর মিলিয়ে
গাইবি কে রে গান॥
আয় ছুটে আয়, আয়রে তোরা।
যায় যে সময় আয়রে ত্বরা।
দে ফেলে দে এই দুনিয়ার
ভুলের অভিমান॥

ওঠ না জেগে আজি তোরা
সহজ জাগরণে,
জাগা তাদের—স্বপন যারা
দেখছে মনে মনে।
নিয়ে সেবা, নিয়ে স্মৃতি
সত্য মাঝে থাক্ না নিতি।
অভয় বলে, ভয় কি তোদের
আছেন ভগবান॥

দুপুর
২০ আগস্ট, ১৯৭৫

১২০

আলেয়া নয় আলো তুমি
আমার চোখের আগে।
তুমি আপন তাইতো আমার
তোমায় আপন লাগে।
যাদের আমি ভালবাসি—
তোমার কিরণ তারা।
তোমার দিকে চোখ ফেরালে
পাই যে তোমার সাড়া।
তোমার ছোঁওয়ায় ঘুমিয়ে পড়া
হৃদয় আমার জাগে॥

কত পেলাম তবু আমার
কাঁদে হৃদয়খানা,
কি যেন এক প্রাণের কথা
হয়নি আমার জানা।
ভাঙো আমার ভুলের আগল,
ঘুচাও আমার ত্রুটি।
অভয় বলে, হৃদয়কমল
উঠুক আমার ফুটি,'
স্পন্দিত হোক মরমখানা
পরম অনুরাগে॥

মধ্যরাত্রি
২১ আগস্ট, ১৯৭৫

১২১

ছুঁইয়ে দে তোর জীবনখানা
তাঁহার চরণে।
দেখবি ওরে রঙ ধরেছে
মলিন জীবনে।
প্রাণের ডাকে ডাক না তাঁরে,
আন্ রে কাছে সারাৎসারে।
দে না ধরা সেই অধরার
প্রেমের ধরণে ॥

ওরে পাগল, জীবন হ'তে
যাক না ঘুচে ভীতি।
উঠুক ফুটে হৃদ্‌মাঝারে
পরম প্রিয়ের স্মৃতি।
সে যে আছে, আছে সে যে
অন্তর আর বাহির সেজে।
অভয়, তারে কর্‌না স্বীকার
জীবন মরণে ॥

সন্ধ্যারাত্রি
২২ আগস্ট, ১৯৭৫

১২২

যখন রে তোর আসবে সুসময়
বিশ্ব সাথে দেখবি রে তোর
নিত্য পরিচয় ॥
নদীর যেমন জোয়ার ভাটা
চলে সাগর সাথে
বিশ্ব সাথে লেনা দেনা
তেমনি দিনে রাতে।
দেখবি তখন জীবন মাঝে
অনন্তেরি জয় ॥

হৃদয় যখন জাগবে তখন
দেখবি তাহার ধারা—
দিকে দিকে, ভূতে ভূতে
পড়ছে তাহার সাড়া।
দেয়াল তখন পড়বে ভেঙে ভাই,
একের খেলা সকল বেলা,
গণ্ডী কিছু নাই।
অভয় বলে, পাগল, তখন
বিশ্ব 'তিনি'-ময় ॥

রাত্রি
২২ আগস্ট, ১৯৭৫

১২৩

ভাব না মন, তাহার ভাবনা।
সে যে কাছের মানুষ, প্রাণের মানুষ,
কর রে তার সাধনা॥
সত্য হ'ল তাহার স্বরূপ,
সবখানে তার বাস,
বিশ্বভ'রে ও মন আমার,
তাহার পরকাশ।
ও তার দেখা পেতে জেগে ওঠার
সাধন কর না॥
শেষ ক'রে দাও ভ্রান্তি ভরা
ফাঁকির অনুষ্ঠান।
পাগল গুরুর কাছে গিয়ে
নাও জাগিয়ে প্রাণ।
যাক হয়ে যাক জ্ঞানে প্রেমে
সহজ মাখামাখি।
জীবনটারে দাওনা তাহার
চরণ পরে রাখি।
অভয় বলে, হৃদয় দিয়ে
তারে বাঁধনা॥

রাত্রি
২৩ আগস্ট, ১৯৭৫

১২৪

গাঁটের পরে গাঁট পড়েছে
আমার এ মনে।
ব'লে আমায় দে মা তারা,
খুলব কেমনে॥
মা তুই ছাড়া জগৎ মাঝারে
খুলবে কে আর বল্‌না আমারে।
তাই তো আমি এলাম মা তোর
রাঙা চরণে॥

মা তুই এসে আপন হাতে
গ্রন্থি আমার খোল্‌।
সহজ ক'রে তোল মা আমায়,
সরল ক'রে তোল্‌।
অভয় বলে, শোন মা তারা,
কর্‌ আমারে নদীর পারা—
হয় গো ধন্য যাহার ধারা
সাগর-মিলনে॥

রাত্রি
২৪ আগস্ট, ১৯৭৫

১২৫

তুমি　　আপনি ভাল, আমায় কেন
　　　　ভাল কর নি।
ওগো　　তোমার মত ক'রে আমায়
　　　　কেন গড় নি॥
　　　　　　মরণ কেন ক্ষণে ক্ষণে
　　　　　　দেয় গো দেখা আমার মনে।
　　　　বল,　　শান্তি দিয়ে কেন আমার
　　　　　　　　চিত্ত ভরনি॥

তুমি যদি রাজাধিরাজ
　　আমি কাঙাল কেন।
থাকতে তুমি কেন বল
　　আমার দশা হেন।
　　　　এই কথাটা বুঝিয়ে দিয়ে
　　　　খেল খেলা আমায় নিয়ে।
　　আজি　　কাঁদছে অভয়, কোথায় আমার
　　　　　　পারের তরণী॥

মধ্যরাত্রি
২৫, ২৬ আগস্ট, ১৯৭৫

১২৬

কে এলি গো মোদের ভবনে।
ও তোর বরণ কাল, ধরণ ভাল,
জ্বলছে আলো নয়নে॥

যোগী ঋষির মাথার মণি,
ভক্তজনের সুখের খনি।
ওই তুই সহজ, ও তুই সত্য
এই না বিশ্বভুবনে॥

চিরটা কাল তুই তো ছিলি
তবু আবার জনম নিলি।
অভয় বলে, প্রণাম আমার
ও তোর রাঙা চরণে॥

রাত্রি
২৭ আগস্ট, ১৯৭৫

১২৭

কালো ছেলের হ'ল আগমন।
ও তার রূপের বালাই নিয়ে মরি,
তোরা তাকে কর বরণ ॥

এমন ছেলে বুকে পেলে
জীবন ধন্য হয়,
এমন ছেলে যার ঘরে তার
রয় না কোন ভয় ॥

সকল জীবের যে জন আপন
সেই তো এল ঘরে।
প্রাণ বলিয়া করলে গ্রহণ
চিত্তখানি ভরে ॥

পাপ তাপ তার পলায় দূরে
যে জন হেরে মুখ।
যে জন এরে করে আপন
তারি সহজ সুখ ॥

আলো দিয়ে গড়া তাহার
কালো বরণ খানি।
যে জনা পায় এমন ছেলে
ধন্য তারে মানি ॥

তুমি ডাক দিয়েছ

কিসের তরে ছুটোছুটি,
ভুল রে সবই ভুল।
তাকা কালো ছেলের পানে—
সেই তো হ'ল মূল॥

কালো, সাদা, হলদে, সবুজ
ধরে নানান রঙ।
জগৎ সেজে করছে খেলা,
বিচিত্র তার ঢঙ্॥

কালো ছেলের করলে ভজন
মনের কাল যায়।
অভয় বলে, প্রণাম তাহার
দুইটি রাঙা পায়॥

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী উপলক্ষে রচিত
রাত্রি
২৮ আগস্ট, ১৯৭৫

১২৮

জগৎ ভেসে যাক না আমার
জগৎ ভেসে যাক।
অমূল্য তোর চরণ দুটি
হৃদয়ে মোর থাক্।
এ জগতের সত্তা যে তুই,
এ জগতের সার।
জগৎ সেজে আপন রে, তোর
খেলা চমৎকার।
আমারে তুই আপনি ডেকে
নিজের কাছে রাখ্॥

যে তোরে পায় তার যে পাওয়ার
রয় না কিছুই বাকি।
এ দুনিয়ায় যে ঘোরে তার
জোটে শুধুই ফাঁকি।
জগৎ রূপে জগৎ দেখা—
ভুলের দেখা এ যে।
আমি যেন দেখি রে তুই
আছিস জগৎ সেজে।
অভয় বলে, দেখলে তোরে
যায় লেগে যায় তাক॥

রাত্রি
২৮ আগস্ট, ১৯৭৫

১২৯

ওরে আমার পাগল ভগবান।
আয় চ'লে আয় মোর জীবনে
ক'রে নে তুই স্থান ॥
তুই তো পাগল, আমারেও
কর্ রে পাগল কর্।
হাতখানা মোর ধর্ না পাগল,
হাতখানা মোর ধর্।
তার পরে আয় নাচি পাগল,
গাইরে প্রেমের গান ॥

যেথায় সেথায় যখন তখন
তোর সাথে হোক বাস।
হাসা কাঁদা নাচা গাওয়া
চলুক বারোমাস।
কাছে যারা আসবে তারা
পাবে পাগলপনা।
অগাধ জলে পড়বে সে জন—
পায় যদি কেউ কণা।
অভয় বলে, তোর আমি প্রাণ,
তুই রে আমার প্রাণ ॥

পূর্বাহ্ন
৩০ আগস্ট, ১৯৭৫

১৩০

এবারে তুই নাচ্ মা শ্যামা,
প্রবল অট্টহাসে।
যে হাসিতে মনের সকল
সঙ্কীর্ণতা নাশে॥

ভীমা রে, তুই আয় না ছুটে,
ভয় ভাবনা যাক না টুটে।
আনন্দেতে আমিও মাগো,
নাচব তোরি পাশে॥

ওরে কালী, ওরে দেবী,
ওরে পাগলিনী,
ভেঙে দে এই ভবের হাটে
তুচ্ছ বিকিকিনি।

হব মা তোর খেলার সাথী,
তোর খেলাতে রইব মাতি।
অভয় বলে, হেরব তোরে
তোরি পরকাশে॥

দুপুর
৩০ আগস্ট, ১৯৭৫

১৩১

সবকালেতে সবখানেতে
পাতা মা তোর কোল।
তবু আমি বসতে নারি—
এই তো গণ্ডগোল॥

বসলে পরে মা তোর কোলে
সকল দুঃখ যায় যে চ'লে।
তাই তো বলি, আপনি টেনে
কোলে আমায় তোল্॥

তোর কোলেতে আছে আমার
পূর্ণ অধিকার।
আমি যে মা ছেলে তোরি,
তুই যে মা আমার।

ভুলের খেলা শেষ হয়ে যাক,
ছেলে তাহার মায়েরে পাক।
অভয় বলে, চাই যে আমি
মায়ের কোলের দোল॥

সকাল
১ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৫

১৩২

তোমার সাগরেতে আমি
ঝাঁপ দিতে যে চাই।
তোমার মতন আপন আমার
আর তো কেহ নাই॥
ছোট ছোট গণ্ডী যত
আমায় আছে ঘিরে।
ভাসিয়ে দিতে চাই যে আমি
তোমার বিপুল নীরে।
আমার সকল মাঝে আমি
তোমায় যেন পাই॥
বুঝায়ে দাও, তুমি আমার
সত্যিকারের 'আমি'।
বুঝায়ে দাও, আমার কাছে
আছ অন্তর্যামী।
তোমার সাথে মিলন হ'লে
দুঃখ আমার যাবে চ'লে—
অভয় বলে, পরম, আমি
ব'সে আছি তাই॥

সকাল
৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৫

১৩৩

পরম ভাল ভাল ক'রে
পেলাম নাকো হায়।
ওগো আমার দিনগুলো যে
বৃথাই চ'লে যায়॥

সে-ই সে ভালর যেথায় ছন্দ
সেখানে নেই ভাল মন্দ।
সেখানেতে সর্ব দ্বন্দ্ব
আপনা হারায়॥

সেই সে ভালর ভালবাসায়
জীবনখানি মোর
এখনো যে হয়নি পাগল,
হয়নিকো বিভোর।

খুলবে কে গো জীবনতরী,
পরাণ কে গো দেবে ভরি'।
পরম পথের যাত্রী অভয়
আজি এ গান গায়॥

রাত্রি
৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৫

১৩৪

তোমার হাতেই দিলাম
আমার মন।
আপনি তুমি এ মনেরে
কর নিয়ন্ত্রণ।

সকল কিছুর তুমি মালিক,
তুমি সবের মূল।
তোমার হাতে দিলে মনের
থাকবে নাকো ভুল।
তোমার হাতেই ঘটবে মনের
সত্যে জাগরণ॥

খণ্ড মাঝে থেকে মনের
হচ্ছে সর্বনাশ।
অল্প দেখে, অল্প বুঝে
রইল রিপুর দাস।

এখন তুমি হে অনন্ত,
এ দুর্দশার কর অন্ত।
অভয় বলে, এই মিনতি
করি হে আপন॥

রাত্রি
১২ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৫

১৩৫

যে যার কর্ম করে করুক,
তুমি তোমার কর্ম কর।
সুখে দুঃখে সব সময়ে
তুমি তাঁহার চরণ ধর॥

তাকাও তাঁহার মুখের পানে,
যাও ভেসে যাও তাঁহার টানে।
তাঁহার নামের মালাখানি
যতন ক'রে গলায় পর॥

তোমার কাছে যাহা আসার
আসুক তোমার কাছে আসুক।
তোমার মানস সরোবরে
যাহা ভাসার তাহা ভাসুক॥

তুমি শুধু তাঁরে ডাকো,
রাখতে খেয়াল ভুলোনাকো।
অভয় বলে, আর কেহ নয়—
তিনি বিশ্বচরাচর॥

গভীর রাত্রি
১৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৫

১৩৬

ও তোর নামের গানে প্রেমের বানে
ভাসিয়ে দে আমায়।
যেন তাহার ফলে চোখের জলে
ময়লা ধুয়ে যায়॥
ওরে আমার দিন তো কাটে না।
ও তুই প্রাণের মানুষ পরম পুরুষ
রইলি অচেনা।
আমি জীবন ভ'রে ভুলের ঘরে
রইনু প'ড়ে হায়॥

বঁধু, তুই না এলে মোর।
এসব দুঃখ আমার যাবে নাকো,
কাটবে নাকো ঘোর।
ও তুই, আপন গুণে এসে আপনি
আমার জীবন মাঝে মোহন সাজে
দাঁড়া এখনি।
তখন ভাঙবে রে ঘুম, হৃদয় কুসুম
অভয় দেবে পায়॥

রাত্রি
১৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৫

১৩৭

হালকা হব পেয়ে তোমার
চরণ-কমল।
দাও সরিয়ে আমার বুকের
পাথর জগদ্দল ॥

কত কত বিষয় জড়
আমার প্রাণে হ'ল জড়ো।
শেষ ক'রে দাও জ্বেলে জ্ঞানের
বাতি সমুজ্জ্বল ॥

তোমার সাথে আমার খেলা
চলবে চেতনাতে।
কান্না হাসি রাশি রাশি
উঠবে দিনে রাতে।

আমি হব আকাশ পারা।
বাজবে তাতে তোমার সাড়া।
অভয় বলে, জীবন কর
সুন্দর নির্মল ॥

গভীর রাত্রি
১৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৫

১৩৮

পেলেম তোমার কৃপার কণা,
পাইনি আমার সাধন তপস্যায়।
পাইনি আমার ভক্তি বলে,
পাইনি আমার জ্ঞানের মহিমায়॥

বিচিত্রতার ভিতর দিয়ে
তুমি আমায় চললে নিয়ে।
পরে খানিক বুঝিয়ে দিলে—
চলছি আমি তোমার ইশারায়॥

যা পেয়েছি তা পেয়েছি,
তবু আমার পাওয়া আছে বাকি।
তুমি আমায় টানলে আপন,
তাইতো আমার চলছে ডাকাডাকি।

পাওয়া এবং না পাওয়াতে
ভরল হৃদয় বেদনাতে।
অভয় বলে, যা ঘটেছে—
ঘটল তোমার প্রাণেরি ইচ্ছায়॥

রাত্রি ১টা
২৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৫

১৩৯

শক্ত ক'রে ধর্ না চরণ,
ভ্রান্তি তোরে ধরবে না।
তাকা তাঁহার মুখের পানে,
করবে না ভয় করবে না ॥

তুচ্ছ এ সুখ দুঃখ ওরে,
একটি পাশে থাক্ না প'ড়ে।
বড় জিনিস না হলে তোর
চিত্তখানা ভরবে না ॥

সত্য হয়ে উঠুক রে তোর
তাঁহার সাথে থাকা।
জীবন্ত হোক, জীবন্ত হোক
তাঁকে রে তোর ডাকা।

চল্ এগিয়ে চল্ এগিয়ে
তাঁহার স্মৃতি সঙ্গে নিয়ে।
অভয় রে, সেই আপন ছাড়া
মরণটা তোর মরবে না ॥

গভীর রাত্রি
৩, ৪ অক্টোবর, ১৯৭৫

১৪০

আমার 'আমি'টারে তোমায়
দিতে পারি নাই।
তাইতো আমি ভবের হাটে
এত দুঃখ পাই॥
আপন হ'তে আপন তুমি,
মোর জীবনের পরম ভূমি।
ধন্য হব—যদি তোমার
বুকেতে পাই ঠাঁই॥

এই না বিশ্বভুবন মাঝে
যা কিছু যেথায়—
ওগো, তোমার মাঝেই সে সব
জায়গা আপন পায়।
তোমার মাঝেতে এবারে
পাব সত্য আপনারে—
এই-না আমার মনের কথা
তোমারে জানাই॥

তুমি ডাক দিয়েছ

গণ্ডী মাঝে আমায় আমি
আঁকড়ে রেখেছি।
আমার ভুলের দেখায় আমি
তোমায় দেখেছি।

বড় দেখার দাও দিঠি দাও,
তোমার মাঝে আমায় জাগাও।
অভয় বলে, লহ আপন,
তোমার কাছে যাই ॥

গভীর রাত্রি
৬, ৭, ৮ অক্টোবর, ১৯৭৫

১৪১

কোনখানেতে নেই গো তুমি,
কোনখানেতে নেই।
তোমায় আমি প্রণাম করি,
এই তো তুমি এই ॥

জড় দেখার দুর্বলতা
হোক না অপগত।
তোমার জোরেই তোমার পায়ে
করছি মাথা নত।
তোমার আমি তোমার কথা
বলছি তোমাকেই ॥

'তুমি তুমি তুমি তুমি'—
এইতো আমার বল।
তোমায় পাবার পথে ওগো,
তুমি যে সম্বল।

কতকালের ভুল চলেছে,
এবারে নাও পারে।
প্রকাশ কর ওগো তোমার
সহজ সত্যটারে।
অভয় বলে, রাখনু এ গান
তোমার চরণেই ॥

রাত্রি
৯, ১০ অক্টোবর, ১৯৭৫

১৪২

একমেবাদ্বিতীয়ম্।
নিখিল বিশ্ব তোমাতেই আছে,
তুমি মম শরণম্॥
হে আপন, তুমি আন্ কেহ নহ,
তুমিই প্রাণের প্রাণ।
যত সমস্যা আছে গো তাদের
তুমি মূল সমাধান।
তুমি শান্তং, তুমি হে শিবং,
তুমি অদ্বৈতম্॥

ওগো তুমি কবি, মহাবোধ তুমি,
পরম জ্যোতির্ময়।
নিয়ামক তুমি, তুমি সুমহান,
তোমারি নিত্য জয়।
সকল 'আমি'র মাঝারে আপন,
তোমারি নিত্য স্থিতি।
যে জন তোমারে জানে ওগো দেব,
ঘুচে যায় তার ভীতি।
শুদ্ধমপাপবিদ্ধং তুমি,
বিশ্বের প্রভু ত্বম্॥

তোমার সমান, তোমা হ'তে বড়
নাই নাই কেহ আর।
হে মোর সত্য, তোমার মতন
কেহ নাই আপনার।
আপনার কাছে আপনারে তুমি
প্রকাশিত কর কর।
অমল জ্ঞান ও অমলা ভক্তি
মাগি হে পরাৎপর।
অভয় কহিল, তুমি জীবনের
অমৃতমভয়ম্॥

গভীর রাত্রি
১৬ অক্টোবর, ১৯৭৫

১৪৩

ঠাকুর তুমি ধন্য।
তোমার নিজের সাথে নিজের খেলা,
নাইকো কেহ অন্য ॥

ওই যে তুমি নিজের প্রেমে
নিজেই আছ ভোর।
নিজেই তুমি সাজলে পুলিশ,
নিজেই হ'লে চোর।
সাজলে উচ্চ তুমি, আবার
সাজলে গো নগণ্য ॥

স্বর্গ বল, নরক বল
আপনি আছ সাজি।
আপনি নদী, আপনি তরী,
আপনি তরীর মাঝি।

মন্দিরেতে, আঁস্তাকুড়ে
সবখানেতেই তুমি।
আপনি তুমি আকাশ আবার
আপনি তুমি ভূমি।
আপনি তুমি সহরবাসী,
আপনি তুমি বন্য ॥

ওই যে তুমি সাজলে সাধু,
সাজলে গো পাষণ্ড।
ওই যে তুমি সাজলে খাঁটী,
সাজলে আবার ভণ্ড।

নাস্তিকতা দিয়ে নাকচ্
করলে আপনারে।
ওই যে আবার উপাসনা
সাকার নিরাকারে।
অভয় বলে, আছি তোমায়
বুকে পাবার জন্য॥

রাত্রি
২৫ অক্টোবর, ১৯৭৫

১৪৪

নাচাতেছ বাঁদর নাচন
আমায় কত কাল।
ওগো প্রেরয়িতা তুমি
হের আমার হাল॥

এবার আমায় দাও গো ছুটি,
জীবন-কমল উঠুক ফুটি',
আমি এখন মজা লুটি
ছিঁড়ে মোহের জাল॥

আদি, মধ্য, অন্ত তুমি—
এই কথাটা শেষ।
বুঝিতে চাই—এই আবেদন
করছি আমি পেশ।

মূলের কাছে এই নিবেদন,
থামাও আমার ভুলের নাচন।
অভয় বলে, নাচব প্রেমে
তুমি দিবে তাল॥

রাত্রি
২৬ অক্টোবর, ১৯৭৫

১৪৫

তোমায় আমি পেয়েছি যে
জানায় অজানায়।
তুমি দূরে আবার তুমি
আমার আঙিনায়॥

তুমি আমার পথের ধারে,
তুমি আবার পথের পারে।
তোমায় নিয়েই রই যে তোমায়
পাওয়ার অপেক্ষায়॥

তোমার সাথে আমার মিলন
তাহার তলে তলে
এ কথাটা বলব কাকে,
ওই বিরহ জ্বলে।

তুমি আছ তবুও নাই।
পেয়েছি গো, তবুও চাই।
তোমার স্মৃতি নিয়ে আজি
অভয় এ গান গায়॥

গভীর রাত্রি
২৯ অক্টোবর, ১৯৭৫

১৪৬

কে রে তুই ভ্রান্তিরূপিণী !
আমি তোকে প্রণাম করি
চিনি, না চিনি ॥
ভুল করালি পদে পদে,
ফেললি আমায় ঘোর বিপদে।
দুঃখ আমায় দিলি কত
দিবস যামিনী ॥

এই ভাবেতে কাটল আমার
যুগ ও যুগান্তর।
অন্ধকারে ডুবে র'ল
আমার অন্তর।
এবারে তুই কর্ মা ইতি।
ঘুচিয়ে দে মোর সকল ভীতি।
অভয়ে তোর স্বরূপখানি
দেখা দিকিনি ॥

রাত্রি
৩০ অক্টোবর, ১৯৭৫

১৪৭

তোমায় করব প্রণাম যাহা
থাকে কপালে।
ধরব তোমার চরণ দুটি
তালে বেতালে॥

তুমি যে মোর জ্ঞান গরিমায়,
তুমি যে প্রেম মধুরিমায়,
তুমি অমায় ও পূর্ণিমায়,
সন্ধ্যা সকালে॥

যাহা আসুক তাহা আসুক
তুমি যে মোর আপন।
তুমি যে মোর অন্তরাত্মা
তুমি বুকের কাঁপন।

নিয়ে আমার কান্না হাসি
তোমায় নিয়েই চলব ভাসি।
অভয় বলে, প্রাণেতে মোর
আগুন জ্বালালে॥

৩০, ৩১ অক্টোবর, ১৯৭৫

১৪৮

কে রে কাঁদিস আয় চ'লে আয়
ভগবানের কাছে।
সে যে নিত্য আপন, নিত্য নূতন
সকলখানেই আছে ॥
কেন আছিস চক্ষু বুজে।
কোথায় তারে মরিস খুঁজে।
সে যে ওই বিরাজে ডাইনে বামে,
আগে এবং পাছে ॥

সে যে আছে—এই কথাটি
জাগা বারংবার।
তাহার পায়ে পরাণ ঢেলে
কর্ না নমস্কার।
এই ভাবে তোর চেতনাতে
কর্ না দেখা তাহার সাথে।
বন্ধু ওরে, তোর কাছেতে
এইটি অভয় যাচে ॥

মধ্য রাত্রি
৩১ অক্টোবর, ১৯৭৫

১৪৯

ভুলালে ভুলাতে পারিস—
এই কথাটা কে না জানে।
জাগিয়ে দিবি, কোলে নিবি—
ইচ্ছা কি মা হয় না প্রাণে॥
তোর ইচ্ছাতে ভুলের খেলা,
ইচ্ছাতে তোর জগৎ-মেলা।
তোর ইচ্ছাতেই কারো কারো
মন টানে গো তোরি পানে॥

ইচ্ছাময়ী, কর্ মা ইচ্ছা
নিতে আমায় অভয় কোলে—
এ প্রার্থনা তোর কাছেতে
এই যে আমি রাখছি ব'লে।
চেয়ে আমার দেখ্ না রে হাল,
আমি যে মা বড় কাঙাল।
অভয় বলে, তোরে আমি
পাই যেন মা সকলখানে॥

রাত্রি
২ নভেম্বর, ১৯৭৫

১৫০

ওরে খেয়ালী।
কেন রে তুই ভবের হাটে
আসল খোয়ালি॥
যা হয়েছে তা হয়েছে,
ওই যে কথা সে কয়েছে।
জীবনে তোর জ্বাল্ না রে তার
প্রেমের দেয়ালী॥

এবারে তোর হোক না খতম
স্বপন-বেসাতি।
দেখ্ না রে তোর সুখে দুখে
সে চিরসাথী।
ধর্ না চেপে তাহার চরণ।
প্রাণে তারে কর্ না বরণ।
অভয় বলে, হোক না খেলা
সকল হেঁয়ালি॥

রাত্রি
৭ নভেম্বর, ১৯৭৫

১৫১

গুরু গো দাও তোমার আশীর্বাদ।
যাক না ঘুচে আমার মনের
যতেক পরমাদ॥
বহুকালের গ্রন্থি আমার
যাক না খুলে যাক।
যেটা সত্য, যেটা সহজ
জীবন তারে পাক।
জীবন আমার অমৃতের
লভুক আস্বাদ॥

আমার ভুলে দুঃখ কত
পেলাম আমার মনে।
এবার আমি এলাম গুরু,
তোমার শ্রীচরণে।
জ্বেলে পরম জ্ঞানের দিয়া
উজল কর আমার হিয়া।
অভয় বলে, মাগি আমি
তোমার প্রসাদ॥

রাত্রি
৭ নভেম্বর, ১৯৭৫

১৫২

কেন তুমি এমন ক'রে
লুকিয়ে রহিলে।
আমার যে আর চলে না কো
তোমায় নহিলে॥
বারে বারে ধাক্কা লাগে,
বারে বারে শঙ্কা জাগে।
যা খুশী তাই কোরো, দেখা
দাও গো পহিলে॥

কেন এমন খামখেয়ালী—
এই কথাটা কহ।
তুমি যে গো পরম আপন,
পর তো তুমি নহ।
অভয় বলে, যেন সদাই
আমি তোমার দেখাটি পাই—
ধন্য হব অন্তরেতে
কথা কহিলে॥

রাত্রি
২৩ নভেম্বর, ১৯৭৫

১৫৩

কি যেন এক ভুল ঘটেছে—
তাতেই এত গণ্ডগোল।
সেই ভুলেতেই হায় রে আমি
কত না কাল খাচ্ছি ঘোল॥
ভুলের মূলে কে তুই ব'সে—
ঢাকলি আমায় গুণে দোষে।
এই হুনিয়ার দোলায় আমায়
দিস নে গো আর দিস নে দোল॥

ওরে আপন, এবার আমায়
কাছে নে ডেকে।
ভুলের খেলা শেষ হয়ে যাক
আনন দেখে।
তুই তো ওরে নাটের গুরু—
সত্য লীলা কর্ না শুরু।
অভয় বলে, বহুকালের
বদ্ধ হুয়ার এবার খোল॥

রাত্রি
২৫ নভেম্বর, ১৯৭৫

১৫৪

যা ব'লে তোর ভাল লাগে
বল্ না তারে তাই।
শুধু তারে জীবন মাঝে
দে না রে তুই ঠাঁই॥
শুধু তারে আপন ব'লে
অগ্নি সম ওঠ্ না জ্ব'লে।
বল্ না তারে, তোমার মত
আর তো কেহ নাই॥

শুধু রে তুই স্মৃতি তাঁহার
চিত্ত মাঝে রাখ্।
শুধু রে তুই তাঁহারে তোর
প্রাণের ডাকে ডাক।
শুধু রে তুই সকলখানে
তাকা তাঁহার মুখের পানে।
অভয় বলে, এমনতর
হতেই আমি চাই॥

রাত্রি
২৬ নভেম্বর, ১৯৭৫

১৫৫

তোমার তুনিয়াতে আমি
করব তোমার কাজ।
তোমার কাছে এই নিবেদন
জানিয়ে রাখি আজ ॥
তাকিয়ে তোমার মুখের পানে,
তোমার স্মৃতি রেখে প্রাণে
মনে প্রাণে করব সেবা
ত্যাজি ভয় ও লাজ ॥

যখন যেথায় রাখবে আমি
রইব সেখানে।
কইছি কথা, কইব কথা
তোমার বিধানে।
যাহা আমার ইচ্ছা জাগে
বলব তাহা তোমার আগে।
অভয় বলে, আমি তোমার,
হে রাজাধিরাজ ॥

সকাল
২৯ নভেম্বর, ১৯৭৫

১৫৬

খাঁচার পাখি উড়তে চাহি
আকাশে তোমার।
নদী আমি চাহি যে গো
তোমার পারাবার॥
এস আমার আত্মা হ'য়ে,
মরছি ভুলের বোঝা ব'য়ে।
গণ্ডী ভেঙে চাহি তোমার
অসীম বিস্তার॥

তোমার আমি এবার যেন
তোমার হয়ে যাই।
অন্তরে বাহিরে যেন—
তোমায় শুধু পাই।
পরম জাগরণে তব
আপন, আমি জেগে রব।
অভয় বলে, চাই যে হ'তে
অনন্ত উদার॥

রাত্রি তিনটের কাছাকাছি
৩ ডিসেম্বর, ১৯৭৫

১৫৭

কে রে, কে রে, কে রে!
বিশ্বমাঝে সকল হয়ে
আপনি আছিস যে রে॥
তুই দিতেছিস খুলে আঁখি।
আমায় কিছু বলবি না কি।
অবাক হয়ে গেনু তোরে
একটুখানি হেরে॥

দে ধরা দে, দে ধরা দে
আমার চেতনায়।
চাই যে তোরে ছুঁতে আমি
আমার বেদনায়।
জাগুক আমার জীবনখানা,
যাক না হয়ে সত্য জানা।
অভয় বলে, করতে আপন
চাই যে আপনেরে॥

রাত্রি
৪ ডিসেম্বর, ১৯৭৫

১৫৮

কৃষ্ণকমল ফুটলে নাকো
আমার হৃৎ সরোবরে।
দেখতে আমি পেলাম নাকো
পরম সেই মনোহরে॥
তোমায় যদি দেখতে পেতাম
যেতাম তোমার কাছে যেতাম।
দেখি নি তাই ছুটে বেড়াই
বিষয়-বিষয়ান্তরে॥

কৃষ্ণ, আসি বাজাও বাঁশী
জীবন বনে।
পশুক পাগল করা ধ্বনি
মম শ্রবণে।
ঊর্ধ্বে বহুক মনের ধারা,
হই যেন গো আত্মহারা।
অভয় বলে, এস আপন
এস আমার অন্তরে॥

সকাল
৬ ডিসেম্বর, ১৯৭৫

১৫৯

ও আমার ঠাকুর ব'লে
চরণ তলে
নয়ন জলে
গাইব আমি গান।

ও আমার পরম রতন
পতিত পাবন,
তোমার মতন
নাইকো কেহ আন

ও আমার বন্ধু হরি,
ও আমার পারের তরী।
পরাণে তোমার স্মৃতি
তোমার প্রীতি
রাখব নিতি
ভ'রবে আমার প্রাণ॥

ও আমার   আর কেহ নাই,
তোমায় জানাই—
আমি যে তাই
রইব তোমার পায়।

আমারে   তোমার ক'রে
রাখবে ধ'রে
পায়ের পরে—
এইটি পরাণ চায়।

ও আমার   দুঃখ হরণ,
ও আমার   জীবন শরণ,
অভয়ে   আঁধার থেকে
আলোয় ডেকে
দাও না রেখে—
আসুক পরিত্রাণ॥

রাত্রি
১০ ডিসেম্বর, ১৯৭৫

১৬০

ওগো প্রাণের প্রাণ।
শেষ ক'রে দাও এই দুনিয়ার
দুখের পালা গান॥
ওগো তোমার প্রেমের বানে
সবাই ভাস্থক সকলখানে।
সবাই করুক বন্ধু তোমার
রসের সুধা পান॥

কামের, ক্রোধের কবল থেকে
মুক্ত হ'য়ে গিয়ে।
সবাই থাকুক আনন্দেতে
শুধু তোমায় নিয়ে।
সকলখানে সকল বেলা
চলুক নাকো প্রেমের খেলা।
অভয় বলে, এই আশীর্বাদ
কর ঠাকুর, দান॥

সকাল
১৪ ডিসেম্বর, ১৯৭৫

১৬১

আমি সব ভুলে ভাই প্রাণ ভ'রে গাই
ভগবানের নাম
গাই কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ
রাম রাম রাম ॥
ঠাকুর সাকার নিরাকার
ও তার অনন্ত প্রকার
সকল খেলা তাঁরই কিন্তু
নিত্য নির্বিকার।
তিনি ভক্তজনের হৃদ্‌বিহারী
প্রিয় প্রাণারাম ॥

ও তার নাম লইলে ভাই
আমি তাঁরেই কাছে পাই।
তাঁতে এবং তাঁর নামেতে
প্রভেদ কিছু নাই।
আজি অভয় বলে, নামের বলে
যাব পরম ধাম ॥

রাত্রি
২১ ডিসেম্বর, ১৯৭৫

১৬২

কি অপরূপ যাই গো ম'রে যাই।
তোমারে পাই তবু আমি
তোমায় নাহি পাই॥
পাওয়া পাওয়া আরো পাওয়া,
তবে তোমার কাছে যাওয়া।
তবু বুঝি হয় না পাওয়া
ভাবছি, মনে তাই॥

পাওয়া এবং না পাওয়াতে
তুমি যে ভরপূর।
তুমি কাছে তবু তুমি
রইলে অনেক দূর।
দুটোর মাঝেই তোমার আলো,
তোমার আলোয় দুই-ই ভালো।
অভয় বলে, সবই তুমি
অন্য কিছুই নাই॥

গভীর রাত্রি
২২/২৩ ডিসেম্বর, ১৯৭৫

৩

শ্রীঅভয়জী রচিত পুস্তকাবলী

১।	স্বভাব	৩.০০
২।	সত্য সরণী	০.৫০
৩।	সত্যের সংসার	০.৫০
৪।	শুভপথ	০.৫০
৫।	কাজের কথা	০.৫০
৬।	আশ্রয়	০.২৫
৭।	ত্বমেব	০.৪০
৮।	ফুলপাতা	২.০০
৯।	জাগৃহি	৩.০০
১০।	প্রাণের কথা	২.০০
১১।	অভয়জী কী বাণী	১.২৫
১২।	Words that Matter	১.২৫

"পুস্তকাবলীর প্রাপ্তিস্থান"

১। কীর্তন কুটীর
বাঘাযতীন বাজার
কলিকাতা-৩২

২। আরাধনা ইন্সটিটিউট্
২২/সি, অজন্তা রোড
কলিকাতা-৭০০ ০০৫

৩। ব্রহ্ম-কর্ম-কেন্দ্র
বি-২/১৬০-সি-১-বি
ভদৈনী
বারানসী

ছয় টাকা